ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 January, 2021 ■ আগরতলা, ৬ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২১ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

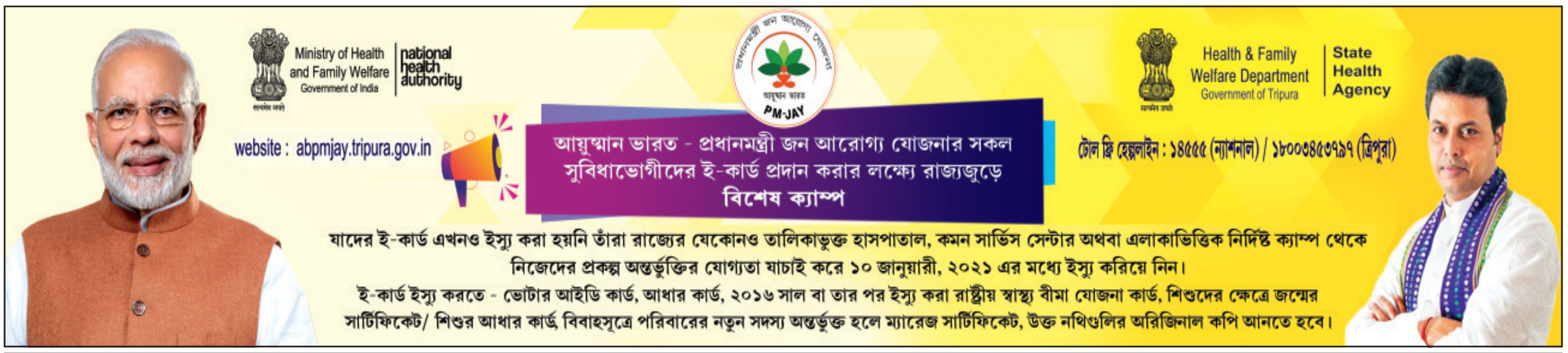

মিলেমিশে কাজ করলে কোনও কিছু অসম্ভব নয় দাবি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। একত্রে ও মিলেমিশে কাজ করলে কোনও কিছু অসম্ভব ও কঠিন নয়। কোচি-ম্যাঙ্গালুরু প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন সেটারই উদাহরণ। মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কোচি-ম্যাঙ্গালুরু প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন দেশবাসীকে উৎসর্গ করার পর এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভার্চুয়ালি এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটক ও কেরলের রাজ্যপাল, দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, ৪৫০ কিলোমিটার লম্বা পাইপলাইন দেশকে উৎসর্গ করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের। ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, বিশেষ করে কর্ণাটক ও কেরলের জনগণের জন্য। বিগত দশকে ভারতের অগ্রগতির হার কম কেন ছিল, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। ধীর গতিতে ভারতের প্রগতি হতে পারে না। বিগত কয়েক বছরে গতি, দক্ষতা এবং উন্নয়নের সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকলকে একত্রে, মিলেমিশে কাজ করলে কোনও কিছু অসম্ভব নয়, কোচি-ম্যাঙ্গালুরু পাইপলাইন সেই কথারই উদাহরণ। এটি শুধুমাত্র পাইপলাইন নয়, উভয় রাজ্যে উন্নয়নের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বার্ড ফ্লু আতঙ্ক তীব্র হচ্ছে দেশ জুড়ে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লী, ৫ জানুয়ারি।। বার্ড ফ্লু আতঙ্ক তীব্র হচ্ছে দেশ জুড়ে। এ বার বার্ড ফ্লু-কে 'রাজ্যের বিপর্যয়' ঘোষণা করল কেরল সরকার। ওই রাজ্যের দু'টি জেলায় জারি করা হল সতর্কতা। কোয়াট্টাম ও আলাপ্পুঝা জেলা থেকে প্রাথমিক ভাবে হাঁসের মড়কের খবর এসেছিল। ওই দুই জেলাতেই সতর্কতা জারি করেছে কেরল সরকার। তবে মানুষের শরীরে এই রোগ সংক্রমিত হতে পারে না বলেই অভয় দিয়েছে প্রশাসন।

বার্ড ফ্লু রুখতে মধ্যপ্রদেশেও কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। সেখানে মান্দসৌরের প্রশাসন নির্দেশ দিয়েছে এলাকায় সমস্ত মুরগির দোকান ও ডিম বিক্রি ১৫ দিন বন্ধ রাখতে। এই রাজ্যে কাকের মড়কের খবর পাওয়া গিয়েছিল। যে সব কাকের শরীরে বার্ড ফ্লু-র ভাইরাস পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ইনদওরে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে 'অ্যাভিয়ান ফ্লু' বা বার্ড ফ্লু-কে গুরুত্ব দিয়ে দেখার অনুরোধ করা হয়েছে। কোনও কোনও সূত্র বলছে, এখনও পর্যন্ত ৫ রাজ্য। হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও কেরলে বার্ড ফ্লু-এর সংক্রমণের চিহ্ন মিলেছে। কেউ কেউ গুজরাতেও বার্ড ফ্লু সংক্রমণের কথা বলেছেন। হিমাচল প্রদেশে এখনও পর্যন্ত ২ হাজার ৩০০ পরিযায়ী পাখির মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে বেশিরভাগই হাঁস ও বাদামি মাথা গাঙচিল রয়েছে। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শীতকালে বিপুল সংখ্যায় পরিয়ায়ী পাখি ভারতে আসে। কোনও ক্ষেত্রে যদি বার্ড ফ্লু-র সংক্রমণের কোনও খবর পাওয়া যায় বা উদাহরণ মেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানাতে হবে।

কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "আমরা রাজ্য স্তরে বন দফতরের প্রধান, সংরক্ষণ আধিকারিক-সহ উচ্চপদস্থ কর্তাদের জানিয়েছি, যাতে কোনও বড় সংখ্যক পাখি মৃত্যুর খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন তা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়।"

কয়েকদিন আগেই রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে কাকের মড়ক দেখা গিয়েছিল। সেখানেও পরীক্ষা করতে বেরিয়ে আসে, বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়েই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড টিকাদানের লক্ষ্যে ৮ জানুয়ারি রাজ্যে ট্রায়াল রান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। আগামী ৮ জানুয়ারি রাজ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮০টি স্থানে কোভিড-১৯ টিকাদানের প্রস্তুতি হিসেবে ট্রায়াল রান অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্যায়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আই জি এম, গান্ধীগ্রাম ও বোরাখা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩ জানুয়ারি থেকে টিকাদানের প্রস্তুতি হিসেবে ট্রায়াল রান হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি জানান, রাজ্যে করোনা সংক্রমণের প্রকোপ কমছে। করোনা আক্রান্ত রোগীর সুস্থতার হারের ক্ষেত্রে রাজ্য এখন দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। রাজ্যে গতকাল পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত রোগীর সুস্থতার হার ৯৮.৬৩ শতাংশ। গত ৭ দিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত একজন রোগীরও মৃত্যু হয়নি বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

জিরানীয়ায় অভিজিৎ হত্যাকান্ডে ধৃত তিনজন জেল হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। জিরানিয়া বেলবাড়ি এলাকায় অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডে জড়িত তিনজনকে আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।উল্লেখ্য আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ পোদ্দারকে জিরানীয়ার বেলবাড়ি এলাকায় নিঃসংশ ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত এখনো পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। আটক তিন জনকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাদেরকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায়।পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালে জিজ্ঞাসাবাদ করে ধৃতদের কাছ থেকে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। সেই সূত্র ধরে এই মামলার কিনারা করতে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে প্রণয়ঘটিত বিষয় জড়িত রয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।রাজধানী আগরতলা শহরের প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ পোদ্দারকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৯ জানুয়ারি থেকে শুরু সংসদের অধিবেশন, ১ ফেব্রুয়ারি পেশ বাজেট

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি. স.)।। চলতি বছরে সংসদের বাজেট অধিবেশন চলবে ২৯ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পয়লা ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ২০২১-২২ সালের বাজেট পেশ করবেন।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সংসদীয় বিষয়ক সমিতির বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে ২৯ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাজেট অধিবেশন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ২৯ জানুয়ারি সংসদের সেন্ট্রাল হলে উভয় কক্ষের সাংসদদের সামনে বক্তব্য রাখবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। পয়লা ফেব্রুয়ারি মোদী সরকারের দ্বিতীয় কার্যকালের তৃতীয় কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হবে।

এই বাজেট ভারতীয় অর্থনীতিতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। বাজেট পেশের আগে গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর থেকে পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পরামর্শ গ্রহণ করে চলেছেন অর্থমন্ত্রী। মনে করা হচ্ছে এই আলোচনার ওপর ভিত্তি করেই বাজেট তৈরি করা হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, একদিকে জিডিপির ঐতিহাসিক পতন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। সদর উত্তরের বামুটিয়ার দিঘালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মঙ্গলবার রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করা হয়।রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন।শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস এবং বামুটিয়া ব্লকের ব্লক আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।দিঘালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলতি অর্থবছরে কৃষকদের থেকে সহায়ক মূল্যে ২০ হাজার এমটি ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ চলতি অর্থবছরে কৃষকদের থেকে সহায়কমূল্যে ২০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নে যেসকল ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এরমধ্যে ক'ষি একটি অন্যতম ক্ষেত্র। বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ক'ষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা শুরু করেছে।

তিনি তথ্য দিয়ে জানান, রাজ্য সরকার ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ২৭ হাজার ২৭২ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছিল। তাতে ১৪,১২৯ জন কৃষকের অ্যাকাউন্টে ৪৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হয়েছিল ২১ হাজার ৪৪৪ মেট্রিক টন। এরফলে ১৩ হাজার ৬০৬ জন কৃষকের অ্যাকাউন্টে ৩৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে রাজ্যের ৩২টি কেন্দ্রে চলতি অর্থবছরে ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। তিনি জানান, চলতি অর্থবছরে ২০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার জন্য মিলিং চার্জের ভর্তকী বাবদ রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে ৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হবে। রাজ্যের কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে রাজ্যের ২ লক্ষ ৩০ হাজার কৃষকের অ্যাকাউন্টে এখন পর্যন্ত ২৭১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়াও আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'দি ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন ইনসেনটিভ স্কীম, ২০১৭' অধীনে যে সব শিল্পদ্যোগীরা ২০২০ সালের ৩১ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে গাছ কেটে পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে গাছ কেটে কাঠ পাচার অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ক্রমশ শূন্য হয় পড়তে শুরু করেছে। এর মারাত্মক প্রভাব পরিবেশের উপর পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে গাছ কেটে লক এবং কার্ড চোরাইপথে প্রতিবেশী রাজ্য অসম সহ অন্যান্য স্থানে পাচার হচ্ছে। বনদপ্তর এর কর্মীরা সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে গাছ কাটা বন্ধ করার জন্য নানা সময়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কার্যত এসব পদক্ষেপ তেমন কোনো কাজে আসেনি। গত কয়েকদিনে উত্তর জেলায় প্রচুর পরিমাণ কাঠ এবং পাচারকালে গাছের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া বিল মিটিয়ে না দেওয়ায় গ্যাস সংযোগ ছিন্ন করল টিএনজিসিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। টি এন জি সি এল -এর পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শহরের গণ্ডি পেরিয়ে আশেপাশেও বহু বাড়িতে গ্যাস পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌছে যাচ্ছে।

তবে যে সমস্ত ভোক্তারা সময় মতো তাদের বকেয়া পরিশোধ করছেন না তাদের বেশ কয়েকবার নোটিশ দিয়ে জানানোর পর অবশেষে মাঠে নামল টি এন জি সি এল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার দুই ভোক্তা বকেয়া না মেটানোয় তাদের সংযোগ ছিন্ন করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় এক বাড়িতে সংযোগ ছিন্ন করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয় টি এন জি সি এল কর্মীদের। পরে পুলিশের সহায়তায় সংযোগ ছিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলে যাওয়ার কর্মসূচি স্থগিত রাখল ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। ৩০ তম দিনেও অব্যাহত রয়েছে চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের জয়েন্ট মোভমেন্ট কমিটির অনির্দিষ্ট কালের গনঅবস্থান কর্মসূচী। চাকুরির স্থায়ী সমাধানের দাবিতে রাজধানীর সিটি সেন্টারের সম্মুখে অনির্দিষ্ট কালের জন্য গনঅবস্থান শুরু করে চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের জয়েন্ট মোভমেন্ট কমিটি। সেই গনঅবস্থান মঙ্গলবার ৩০ তম দিনে পড়েছে। এরই মধ্যে গনঅবস্থান অব্যাহত রেখে শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে যাওয়ার বার্তা দেন। গনঅবস্থানরত জয়েন্ট মোভমেন্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেটেলমেন্ট কার্য্যালয়ে অগ্নিকান্ডের খবর নিতে গেলেন রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। আগরতলা টাউন হল সংলগ্ন ভূমি লেখ্য ও ভূমি অধিকার প্রধান কার্যালয়ের একটি ঘর অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা মহলে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার রাতে এই অফিসটি অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হওয়ার পর পশ্চিম জেলার জেলা শাসক এবং রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত অফিস ভবন পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে সদরের জেলাশাসক ডাক্তার শৈলেশ কুমার যাদব জানিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ নথি পত্র এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। যে ভবনটিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে সেটি বহু পুরানো ভবন।

এই ভবনে পুরানো নথিপত্র রয়েছে।এখানে মেনুয়াল রেকর্ড, পুরানো প্রিন্টিং মেশিন, পুড়ানো ম্যাপ সহ কিছু জিনিসপত্র রাখা হয়েছিল। এগুলো পরিত্যেক্ত জিনিসপত্র বলেই তিনি দাবি করেছেন। এই ভবনটিতে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ছিলনা।এখানে খাস কিংবা জোত জমির কোন রেকর্ডপত্র ছিল না।জেলাশাসক আরো জানান এই ভবনটি প্রায় আট মাস আগে আগরতলা পৌর নিগমের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।স্বাভাবিক কারণেই অগ্নিকাণ্ডে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এখানে গুরুত্বপূর্ণ কোনো নথিপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।জেলাশাসক জানান কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তের পর এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে রাজস্ব মন্ত্রী এন সি মঙ্গলবার সকালে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়া সীমান্তের বাসিন্দারা নানা সমস্যায়, নীরব দর্শক প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার শোভাপুর সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ নানা সমস্যায় জর্জরিত।সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে বহু পরিবার কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাস করছেন। সীমান্তের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে চাষাবাদ করেই তারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাড়ে বসবাসকারী জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কিংবা তাদেরকে কাঁটাতারের বেড়ার এপাড়ে এনে পুনর্বাসন দেওয়ার তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি সরকার ও প্রশাসন।কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যেসব পরিবার বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার জন্য কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে এসে স্কুলে পড়াশোনা করছে।

আবার অনেক পরিবার কাঁটাতারের বেড়ার এপারে থাকলেও চাষাবাদের তাগিদে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যেতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ যাবতীয় প্রয়োজনে তাদেরকে কাঁটাতারের বেড়া পারাপার হতে হয়।কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে কাঁটাতারের বেড়া পারাপার হতে দিচ্ছেনা সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ জওয়ানরা।এনিয়ে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে বিএসএফের প্রায় সময়ই বিবাদ বাধে। সোনামুড়া শোভাপুর সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এক স্কুলছাত্রী কাঁটাতারের বেড়া পারাপার হওয়ার চেষ্টা করলে বিএসএফ জওয়ানরা তাকে যেতে দেয়নি।

বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে বিএসএফের বাকবিতণ্ডা হয়। এর ফলে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।শেষ পর্যন্ত ঘটনার খবর পেয়ে সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা ১৩৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট ছুটে এসে ক্ষুব্দ জনতার সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।

কমান্ডেন্ট এর সঙ্গে আলোচনার পর সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন বিএসএফের কমান্ড্যান্ট তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিএসএফের তরফে তেমন কোনো কঠোর মনোভাব দেখানো হবে না।চিকিৎসা শিক্ষা সহ জরুরী প্রয়োজনে যাতে এলাকার মানুষজন সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া পারাপার হতে পারেন সে জন্য বিএসএফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৮৯ ▫ ৬ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২১ পৌষ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আগে দেশের অর্থনীতি

নির্বাচনের আগে প্রচারে বাজিমাত করিয়া বিপুল জনাদেশ নিয়া জয়লাভের পর যে স্লোগানটি ব্যাপক হইচই ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা হইল, 'আচ্ছে দিন আনে ওয়ালে হ্যায়'। স্লোগানটি ধার করিয়াছিল প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের মনমোহন সিংয়ের কাছ থেকে। ২০১৪ সালের ৮ জানুয়ারি প্রবাসী ভারতীয়দের এক সভায় মনমোহন সিং এই কথাটিই বলিয়াছিলেন, 'ইয়েস উই আর ফেসিং ব্যাড ডে'স নাউ। বাট দি গুড ডে'স উইল কামিং শুন।' অর্থাৎ, আমরা এখন খারাপ সময়ের মধ্য দিয়া যাইতেছি , এটা ঠিক। কিন্তু ভালো দিন শীঘ্রই আসিবে।

কাহারও কথাই মিলেনি। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় মনমোহন সিংকে কাঠগড়ায় তোলিবার অবকাশ নাই। কিন্তু মোদির শাসনকালে বছরের পর বছর দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সুদের হার, চাকরির বাজার প্রভৃতি বিভিন্ন সূচকের অধোগতিই বলিয়খ দিতেছে, যে দিনগুলি আমরা কাটাইয়াছি, সেইগুলি কতখানি 'আচ্ছে'। অথচ এই কথাটিই এমনই ভাইরাল হইয়া উঠিয়াছিল যে, দলের তাবড় নেতানেত্রী তো বটেই, বিদেশি রাষ্ট্রনায়করা পর্যন্ত এমন একটি আশ্বাসসমৃদ্ধ স্লোগানকে ভরসা করিয়া এর কথা বারবার তাঁহাদের ভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন। ২০১৫ সালের ১৩ নভেম্বর লন্ডনের এক সভায় মোদিকে পরিচয় করাইয়া দিতে গিয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুনও এই স্লোগানই আউড়াইয়াছিলেন।স্লোগানটি আপামর ভারতবাসী থেকে শুরু করিয়া বিশ্বের তাবড় দেশের রাষ্ট্রনায়ককে যে আশা দেখাইয়াছিল, বাস্তব কিন্তু তাহার সঙ্গে মিলেনি। মিলেনি বলিলেও ঘটনার গুরুত্ব কমই দেওয়া হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি এক কথায় ভয়াবহ। দেশের সামগ্রিক বৃদ্ধির মূল সূচক হিসেবে যাহাকে দেখানো হয়, সেই জিডিপি বৃদ্ধির হার উন্নতিতে নয়, নামিতে নামিতে এমন জায়গায় আসিয়াছে, কয়েক বছরের নিরিখে রেকর্ড বলা চলে।

অটোমোবাইল শিল্পের অবস্থা সবারই কমবেশি জানা। প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাই, ৩০০র উপর ডিলারশিপের ঝাঁপ বন্ধ হইয়া যাওয়া, সব মিলাইয়া গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে করুণ অবস্থা চলিয়াছে।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হইল রিয়েল এস্টেট বিভাগ। কারণ, এই বিভাগের সঙ্গে ইট, বালি, সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সহ নানা জিনিসের বিক্রি জড়িত। এক্ষেত্রেও কিন্তু হতশ্রী দশা। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, সাধারণত একটি ফ্ল্যাট তৈরির পর ৮ থেকে ১০ মাস পড়ে থাকে। সেই সময়টা বাড়িতে বাড়িতে এখন ৪২ মাসে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্ক, ডাকঘর সহ বিভিন্ন স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের পতন তো অতি সাধারণ মানুষের কাছেও চরম দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যা খবর, বৃদ্ধি দুরাশাই, তা জানুয়ারি থেকে নাকি আরও কমিবে, এমনই ইঙ্গিত সর্বশেষ খবর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানাইয়া দিয়াছে, ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িবে।

বিরোধীরা বারবার বলিয়া আসিতেছে, অর্থনীতির এই হতশ্রী চেহারা নিয়া যাহাতে বেশি শোরগোল না হয়, তাহা থেকে নজর ঘোরাইতেই মোদি-অমিত শাহ জুটির এই নয়া এনআরসি-সিএএ'র যুগলবন্দি খেলা। বিরোধীরা কতখানি ঠিক বলিয়াছেন, তাহা নিয়া বিতর্ক থাকিতেই পারে। কিন্তু অর্থনীতিকে এমন রসাতলে পাঠাইয়া দেশের মধ্যে নয়া আইন চালু করিয়া ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করাকে কখনওই সমর্থন করা যায় না।মনে রাখিতে হইবে, আগে অর্থনীতি। তারপর বাকি সব।

মমতার লাইন দেওয়াকে যারা ছোটো করে দেখে তাদের জন্য লজ্জা হয়, মন্তব্য সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি স): সামনেই একুশের নির্বাচন। তবে নির্বাচনের আগেই বিজেপি বনাম তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে নিজের বাড়ির কাছে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প থেকে লাইন দিয়ে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেন। আর তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীর লাইন দিয়ে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নেওয়াকে "নাটক" বলে কটাক্ষ করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। আর এরপরেই তৃণমূল ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে "মমতার লাইন দেওয়াকে যারা ছোটো করে দেখে তাদের জন্য লজ্জা হয়" পাল্টা সুর চড়ালেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর লাইন দেওয়াকে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, "উনি কি স্বাস্থ্যসাথী পাওয়ার যোগ্য নাকি? সমস্তটাই তাঁর নাটক"।

আর এরপরেই দিলীপ ঘোষকে পাল্টা দিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, "দিলীপ ঘোষ জন্মসূত্রেই নাটুকে। রাজনীতি কী, মানুষ কী, মানুষের ভালোবাসা কী, ভালো লাগা কী, এই সম্পর্কে ওঁর সম্যক ধারণা নেই। ওঁর সম্পর্কে এটুকু বলতে পারি। মমতার প্রতি মানুষের ভালোবাসা রয়েছে। ছোটো একটা লাইন দিয়ে মমতা প্রতিষ্ঠা করলেন যে তিনি সকলের। এরপর আমারও আর লাইন দিতে লজ্জা করবে না। যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লাইন দেন সেখানে আমারও আর লাইন দিতে লজ্জা নেই। এটাকে যারা ছোটো করে দেখার চেষ্টা করে, তাঁদের জন্য দুঃখ হয় আর লজ্জা হয়"।

এরপরেই কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যে ৪১টি সেতু তৈরির কাজ চলছে। বেলঘরিয়া ও কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের মধ্যে ৬ লেনের কানেক্টর। সেই ৬ লেনের উন্নত কানেক্টর তৈরিতে ২ হাজার ৩৪৫ কোটি খরচ হবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সাহায্য করেনি রাজ্য সরকারই সব কাজ করেছে"।

হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল / কাকলি

শ্মশান থেকে ফেরার পথে টায়ার ফেটে মৃত ৩

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.): নিমতলা শ্মশান থেকে দাহ করে ফেরার পথে গাড়ির টায়ার ফেটে দুর্ঘটনার কবলে শ্মশানযাত্রীর দল। পুরো ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। আহত ৩৫ জন। তাঁদের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার হাওড়ার এক বাসিন্দাকে নিমতলা শ্মশানে দাহ করে ফিরছিলেন ৪৫ জন শ্মশানযাত্রীর একটি দল। হাওড়ার বাঁকুড়ার কাছে গাড়ি আসতেই আচমকা সামনের ডান দিকের চাকাটি ফেটে যায়। এরপরে সামনের দিকের বসে থাকা তিন জন কেবিনের কাচ ভেঙে ছিটকে বাইরে চলে আসেন। তাঁদের মধ্যে দুজন গাড়ির পিছনের ডালার তলায় চাপা পড়েন। আরেকজনের গাড়ির গিয়ার ছিটকে বুকে লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। বাকিদের উদ্ধার করে বারাসত হাসপাতালে ভর্তি করান স্থানীয়রা।

জামালদহে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

জামালদহ, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহে। মঙ্গলবার সকালে জামালদহ বাজার থেকে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, মৃতের নাম পঞ্চানন রায় বসুনীয়া (৫৭)। বাড়ি ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিমি দূরে ২০০ নম্বর জামালদহ এলাকায়। মৃত ব্যক্তি এলাকায় সারাভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দলের মেখলিগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক অজিত বর্মন বলেন, 'ফরওয়ার্ড ব্লকের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন পঞ্চাননবাবু। তাঁর মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হল।' এদিকে, পঞ্চাননবাবুর মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। কোনও দুর্ঘটনা না কি খুন, তা জানতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদ নয় চাই, আত্মমর্যাদাবোধের বিস্ফোরণ

হরিগোপাল দেবনাথ

প্রাণী জগতের সেরা জীব মানুষ বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে অন্যান্য মনুষ্যেতর জীবদের পেছনে ফেলেছে বলেই আজ পৃথিবীজুড়ে তারই জয়জয়কার। বুদ্ধি আর প্রতিভার জোরেই মানুষ বন কেটে বসত গড়ে তুলেছে, জঙ্গল সাফ করে গড়ে তুলেছে আধুনিক শহর-নগর, পাড়ি যুগিয়েছে একদিকে সাগর-মহাসাগরের বুকেও অপরদিকে মহাকাশের এক প্রান্ত থেকে ও অন্য প্রান্তে। দিনে দিনে মানুষের আয়েত্তে আরও কত কিছু যে এসে যাবে ও যেতে পারে, তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। কিন্তু মানুষের সুকীর্তি, কুকীর্তি ও অকীতি সব কিছু নিয়ে ভাবতে বসলে, বোধ করি, আমি শুধু একাই নই, আমারই মতন আরো হয়তো অনেকেই রয়েছেন যারা মনুষ্যকৃত অকীর্তি ও কুকীর্তি-গুলোর জন্যে যারপরনাই বিমষ না হয়ে পারেন না। সেক্ষেত্রে মানুষের মনে গচ্ছিত অশুভ চিন্তাশক্তি ও দুষ্টবুদ্ধির প্রনোদিত অসংখ্য অনিষ্টকারী কীর্তি সমূহের জন্যে সত্যি আমাদের মাথা শুধু যে হেঁট হয়ে আসে, তাই নয়, মর্মজ্বালায় বিবেকশক্তিও রীতিমত কুণ্ঠিত ও কুঞ্চিত না হয়ে পারে না। দুয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতেও পারি, যেমন---ক্ষুদ্রকীর্তি স্বরূপ, মানুষের দ্বারা শিশুখাদ্য-পানীয় ভেজাল তৈরির ফর্মুলা আবিষ্কার; আবার বড়কীর্তি হিসেবে বিগত শতাব্দীতে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির মহিমা কিংবা বর্তমান যুগে অ্যাটম বোম, নিউক্লীয়ার বোম ইত্যাদি মহান কীর্তি সমূহ। এসবের জন্য যত না সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের খুশীতে উত্তলা হন, সেই অনুপাতে হাজার কিংবা লক্ষগুণে বেশি সৎ বুদ্ধির মানুষেরা আত্ম পীড়নে দগ্ধ হতে বাধ্য হন, যদিও তাদের দু-চারজন ছাড়া নীরবে সবাই কুঁকড়ে থাকেন।

তবে খালি চোখে তাকালে দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না মানুষের যে সব অসংখ্য কুকীর্তি অকীতে কী পরিমাণে ঘটে গেছে, তার যেমন হয়ত্তা নেই। তদ্রুপ প্রতিনিয়ত ও প্রতি মুহূর্তে আজও ঘটে চলেছে আমরা সে সবের কতটা নিয়ে মাথা ঘামাতে পেরেছি, পারছি তাও কিন্তু বুদ্ধিমান ও বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই ভাবা উচিত মনে করি, কেননা সে সবেরও কুফল জড়িয়ে রয়েছে ও ভবিষ্যতেও জড়িয়ে থাকবে আমাদেরই অথবা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মদের জীবনে আষ্টে পৃষ্ঠে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের দেশীয় নেতৃবৃন্দের দূরভিসন্ধিমূলক ও কুমতলব পরসৃত মানবতাবিরোধী ক্রয়াকর্মগুলো। যেমন --- অতীতে সাম্রাজ্যদায়কতা তথা ধর্মীয় গোঁড়ামির গোড়ায় জল ঢালতে গিয়ে দেশভাগ খণ্ডিত ভারতে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুর্নঘটন অথচ ব্রিটিশভারতে ব্রিটিশ সাশকদের দ্বারা বাঙালীকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করা অংশগুলো জুড়ে দিয়ে বৃহৎ বাংলা পুর্নঘটনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন না করা, ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতে পূর্ব বাংলায় শীল্পের অধোগতিসহ সমস্ত বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলেগুলোতে দীর্ঘকাল বীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক উন্নয়ন স্তব্ধ করে রাখা ইত্যাদি। হিদানীংকালে, হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদীদেরই কারসাজিতে দেশের সংবিধান সংশোধন করিয়ে ত্রিপুরায় উপ তপশীল মোতাবেক স্ব-শাসিত জেলাপরিষদ গঠন ও বাঙালী বিবোধী উস্কানি মূল আন্দোলন জিইয়ে রাখা আর একই সাথে বড়োল্যাণ্ড, গোখাল্যাণ্ড, কামতাপুর রাজ্য বানাবার কুচক্রান্তে মদত দান সহ ভারত থেকে বাঙালীকে উচ্ছেদ করা সহ জব্দ করার কুমতলবে (কার্য-করণ অনুযায়ী) এন আর সি-র অজুহাতে বাঙালীদের মূলত রাষ্ট্রহীন নাগরিকে পরিণত করার ষড়যন্ত্রও ধরা পড়তে বাকী নেই।

সম্প্রতি ভারতে মোদিজী-মন্ত্রীসভা কালোবাজারিদের জব্দ করার ও সন্ত্রাসবাদীদের স্তব্ধ রাখার কথা শুনিয়ে ভারতবাসীকে ঘুম পাড়িয়ে দেশে বিমুদ্রাকরণের খেয়াল চরিতার্থ করলেন। ফলে কালোবাজীরী ও সন্ত্রসবাদের কতটুকু কী হল বোঝা না গেলেও সাধারণ শ্রেণির আপামর ভারতবাসীর জীবনে ঝড়ের ধাক্কা যে লেগেছে আশা করি তাতে সবাই একমত হবেন। এরই পরিণামে কিনা আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস। পাশাপাশি প্রশাসনে দুর্নীতির লাগাম টানতে উক্ত মন্ত্রীসভাই লোকপাল নিয়োগ করলেন, কিন্তু হালচিত্রের নিরিখে মনে হয় দেশের ক্ষুদে ব্যবসায়ীগণ ও দরিদ্র মেহনতি মানুষসহ চাষাকুল খুব একটা লাভবান হয়ে উঠেন নি। আর বাকী রইল বেকারগণ। কোটি কোটি বেকারদের অবস্থাও যে-কে -সেই। এসবের ভ্রূক্ষেপ নেই। এরপরই মোদিজী-সরকার ক্যারিনমা দেখিয়ে বাজীমাৎ করলেন এবারের লোকসভা নির্বাচন ও ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নির্বাচনী ফলাফল। তারপর? তারপরই বর্তমানের মোদিজী - সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীবাসীকে উপহার দিতে চলেছেন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত তথা ভারতের জাতীয় শিক্ষামীতি। সেটি নিয়েই আমার মূল আলোচনা। কেননা, অতীতে যে মোদি-সরকার ভারতবাসীকে উপহার স্বরূপ দেখিয়ে ছিলেন --- সতের কুইন্টাল ওজনের বৃহদাকারের লাড্ডু ও তারপর 'স্বচ্ছভারত' বাড়িয়ে আচ্ছে দিন আনতে লম্বা ঝাড়ু এখন আবার মোদি সরকারে --- উপহার দিতে মঞ্চে আসছেন এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করবেন বলে, যা অতীতে ভারতের পাঠান ও মোগল শাসকেরা নজির রেখে গিয়েছেন ভারতের রাজভাষা ফার্সী আর পরবর্তী কালে ব্রিটিশ সাসকরা রাজভাষা হিসেবে ইংরেজীর প্রচলন ঘটিয়ে। আমাদের এ আমলের মোদিজীর হিন্দী সরকারও চাইছেন নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে হিন্দীকে ভারতে বাধ্যতা মূলক ভাষা হিসাবে তামাম ভারত বাসীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে অর্থাৎ মানুষের মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করে হিন্দু করণের মাধ্যমে ভারতকে হিন্দুস্তান বানাতে। তা হলেই তো অদূর ভবিষ্যতে ভারতের কোনে কোনে বেঝে উঠবে---'সারে জাহা সে আচ্ছা ইয়ে হিন্দুস্তা হামারা'। এ না হলে আর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রে 'বন্দে মাতরম' অগ্নিমন্ত্র আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'জন-গণ-মন' জাতীয় সঙ্গীতে আলবিদা জানাবার পথ পরিষ্কার হবে কোন উপায়ে? তাইতো মোদিজী- সংরকারকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। বাঙালী কবির লেখা সেই লাইনটাই এখন মনে পড়ছে---'ভ্যালারে নন্দলাল বেঁচে থাক চিরকাল'। এরই সঙ্গে আরও একটু সংযুক্তি ঘটালে কেমন হয় দেখুন না যদি বলি---এই তো ভারতমাতী কী সাচ্চালাল।

যাক বর্তমানে ভারতে মোদি সরকারে মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী মাননীয় রমেশ পোখারিয়াল নিশাঙ্কের টেবিলে জাতীয় শিক্ষানীতির যে খসড়া জমা পড়েছে, তাতে দেখানো হয়েছে যে--- হিন্দুভাষীও অহিন্দীভাষী উভয় ধরণের রাজ্যগুলোতেই হিন্দুও ইংরেজীর পাশাপাশি পড়ুয়ারা অন্য যে কোন আরেকটি আঞ্চলীকভাষা নিতে পারবে। তাহলে কী দাঁড়াল? হিন্দুভাষীরা হিন্দীকে যে মর্যাদায় (অর্থাৎ বাধ্যতা মূলকভাবে পাবে, অহিন্দভাষীরা কেউ তাদের নিজস্ব মাতৃভাষাকে সেই মর্যাদায় পাবে না কোন যুক্তিতে? কেনই বা অহিন্দীভাষীদের ওপর জোর করে হিন্দীটাকে বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক বলে চাপানো হবে? এই নিয়ে সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে সোরগোল শুরু হয়ে যাওয়া আবার জানানো হয়েছে যে, ওই সব অঞ্চলে হিন্দী থাকবে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে।

যা হোক মোদ্দা কথাটা হল আমরা এসব ধানাই পানাই বা ভুজরুকি সহ্য করতে রাজী নই। আমার তো ভাবতেই অবাক লাগে যে ওরা কোন যুক্তিতে ভারতকে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলতে চাইছে। এরূপ বলাটা কি ওদের মত মহান নেতাদের দেশবাসীর প্রতি ভাঁওতাবাজি নয়? না কি, রাজনীতির ওস্তাদ হয়েছেন বলে শিক্ষার মত ব্যাপারটাও ওই ধরণের রাজনীতির সুবাদেই ওদের মগজে ঢুকে গেছে বলে ভাবছেন? ওরাকি ভুলে গেছেন যে সুদূর অতীতে ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ত্রিভাষা সূচ নীতি চালু করতে চেয়েও কী কারণে যেন করতে পারেন নি? ওরা কি কোনদিনই শিক্ষাবিদ কিংবা মনস্তত্বাবিদদের মন্তব্য, কিংবা সিদ্ধান্ত কিংবা আলোচনাও কোনদিন ভুলক্রমে শোনেন নি? শিক্ষানীতি ও মনস্তাত্ত্বিকদের সম্পষ্ট জবাবা রখেছে যে মাতৃভাষা ব্যতীত শিক্ষা সহজ বোধ্য ও সহজলভ্য হয়ে উঠেনা, যদিও অনস্বীকার্যে ঐকমাত্র উচ্চতর শিক্ষা অর্থবা প্রযুক্তিগত শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষা অর্থাৎ লিংক ল্যাঙ্গুয়েজকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। অতীতে যখন কালকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল তখন বাংলাভাষাতেই মেডিকেল এডুকেশন দেওয়া হত, সেই নজিরও রয়েছে।

দ্বিতীয়ত হিন্দীভাষা ভারতে কোনদিন সর্বজন গ্রাহ্য ভাষা ছিল না, এখনও নয়। ভারতের সংবিধানে ৮ম তপশীল স্বীকৃতি ২২টিভাষার একটি মাত্র। ভারতে মাতৃভাষা বাংলা এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন, যেক্ষেত্রে মাতৃভাষা হিন্দী এমন একজনও নেই। তৃতীয়ত হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয়, এমনকি ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে ভাষাপদবাচ্য হবারও যোগ্য নয়। তাহলে, পরিষ্কার মোদি সরকার একমাত্র গায়ের জোরেই চাপাবেন ভাবলে সেটি আবার ভয়ংকর পরিস্থিতি ডেকে আনবে না তো। অতীতে কিন্তু ভারতে অ্যান্টি হিন্দী মুভমেন্ট হয়েছিল ও এটি ঘটনা। তৃতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানে তথা পূর্ব বাংলায় উর্দু সাম্রাজ্যবাদীরা জোর করে উর্দু চাপাতে চেয়েছিল বলেই কিন্তু আজ 'মহান একুশে' জ্বলজ্বল করছে ও এরই সুবাদে আজ 'বাংলাদেশ' সার্বভৌম রাষ্ট্রেরও সৃষ্টি হয়েছে। সেইদিন ঢাকার জনৈকি বাঙালী কবির লেখা কবিতার লাইনটিও মনে পড়ে গেল---'ওরা আমার মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।'

তাই বলব, বর্তমান ভারতের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী (যারা পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর ক্রীড়নকমাত্র) খুঁচিয়ে যদি ঘুমন্ত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে জাগিয়ে তোলেন, তাহলে পরে ভয়ানক পরিস্থিতিটা সামাল দিতে পারবেন তো? 'লুক বিফোর ইউলীপ' তাই ভাবিয়া করিও কাজ পরে যেন পস্তাতে না হয়।

ভারতীয় সাহিত্যের দুই বিশিষ্ট কবির প্রয়াণ জাতীয় জীবনে বড় ক্ষতি

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

২০২০ সালের শেষ লগ্নে প্রয়াত হলেন ভারতীয় সাহিত্যের দুই প্রবাদপ্রতিম চরিত্র প্রথমজন হলেন

প্রখ্যাত মালায়ালাম কবি ও পরিবেশ আন্দোলনের জনপ্রিয় নেত্রী সুগতাকুমারী এবং অপরজন হলেন সমকালীন উর্দু সাহিত্যের দিক্‌পাল ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট কবি শামসুর রহমান ফারুকি। বস্তত, এই দুই ব্যক্তিত্বের চলে যাওয়া জাতীয় জীবনে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করল। অসাধারণ কবি ও পরিবেশ আন্দৌলনের অন্যতম পুরোধা, নারীদের ওপর হওয়া নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা, পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার, কেরলের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আজীবন মুখর সুগতাকুমারী (৮৬) গত ২৩ ডিসেম্বর প্রয়াত হওয়ার সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল এক মানবতাবাদী কবির আপসহীন সংগ্রাম, যার নীতিবোধ থেকেইবিভিন্ন সময়ে অসাধারণ কবিতার সৃষ্টি হয়ে যেত। নিজে মালায়ালম ভাষা ও সমাজে তিনি চিরন্তন মাতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বরণীয় হয়ে এসেছেন। কেরলের কোনও রাজনৈতিক না হলেও প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধাচারণ করার সাহস দেখাননি। একদা কেরল রাজ্যের কট্টর গান্ধিবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কবি বোধেশ্বরণ ও সংস্কৃতজ্ঞ ভিকে কার্তিয়ায়িনী আম্মার কন্যা সুগতাকুমারী মহাত্মা গান্ধি ও ছিলেন। তার একটি ছোট কবিতায় তিনি গান্ধি ও বিবেকানন্দকে পথপ্রদর্শক বলে বর্ণনা করেছেন। গাহ্‌স্থ্য হিংসা ও পাচার হওয়া নারীদের আশ্রয়দানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছিলেন তিনি। জ্বালাময়ী লেখনীর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "আমি তোমার জন্য লিখি, আমার আত্মার বন্ধু"। সুগতাকুমারীর লেখনী থেকেই হাজার হাজার মানুষ সান্ত্বনার হদিশ

পেয়েছেন। "পভম মানভহৃদয়ম" দুর্বল মানব হৃদয়), কৃষ্ণ নী এনে আরিয়িল্লা" কেষ তুমি আমায় চেনো না), "আমবালামানী" মন্দিরের ঘণ্টা), "রাত্রি মাঝা" রোতের বৃষ্টি) কবিতাগুলি তাকে জনপ্রিয়তার শিকরে পৌঁছে দিয়েছিল।

সুগতাকুমারীর কাছে লেখায় ও ভাবনায় সর্বদা করুণার আদর্শ অনুরণিত হয়েছে। আবার তা শুধুমাত্র মানুষের জন্যই নয়, গাছপালা, পশুপাখি, পাহাড়, সমুদ্র পর্যন্ত তা বিস্তৃত থেকেছে। যতদিন মালায়ালী ভাষার অস্তিত্ব থাকবে, সুগতাকুমারীর কবিতা ততদিন এই ভাষার পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। তার কবিতাগুলি আগামী প্রজন্মকে নিরঃস্বার্থভাবে নতুন সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রেরণা জোগাবে।

তৎকালীন ত্রাবাঙ্কুরে অধুনা কেরল) ১৯৩৪ সালের ২২ জানুয়ারি সুগতাকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে দর্শনে এমএ পাশ । জীবনের প্রথম দিক পুরুষদের ছদ্মনামে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে সেই খোলস ত্যাগ করে তিনি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

১৯৭০-এর দশকে দেশজুড়ে চলতে থাকা 'সেভ সাইলেন্ট ভ্যালি' আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ উঠেছিলেন। একটি পরিকল্পিত জলবিদ্যুৎ কেন্দর গড়ে ওঠার ফলে কেরলের সাইলেন্ট ভ্যালি অঞ্চলকে জলে নিমজ্জিত হ্যয়া থেকে রক্ষা করতে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যেখানে কেরলের পাশাপাশি দেশের সমস্ত প্রাচীন প্রাকৃতিক জঙ্গলগুলিকে রক্ষা করারও ডাক দেওয়া হয়। পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্থাপিত সংগঠন প্রকৃতি সংরক্ষণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকও ছিলেন তিনি। কেরলের রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারের পদও অলঙ্কৃত করেছেন। মানসিক রোগের শিখার মহিলাদের আশ্রয়দানের জন্য গড়ে তুলেছিলেন অভয়া নামক প্রতিষ্ঠান।

কেরল সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার কেন্দ্র সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ভায়ালার পুরস্কার ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী বৃক্ষমিত্র পুরস্কার, মাত্রভূমি সাহিত্য পুরস্কার, সরস্বতী সম্মান, পদ্মশ্রী সহ অসংখ্য সম্মানে ভূষিতা এই কবির চলে যাওয়া জাতীয় জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি। অন্যদিকে, সমকালীন উর্দু সাহিত্যের দিক্‌পাল ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয় উর্দুকবি শামসুর রহমান ফারুকি গত ২৫ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন তাঁর এলাহাবাদের বাসগৃহে। কোভিড সংক্রান্ত জটিলতায় আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু ঘটে বলে সংবাদে প্রকাশ। ফারুকি (১৯৩৫-২০২০) শুধু যে একজন বিশিষ্ট উর্দু লেখক ও কবিউ ছিলেন তাই নয়, উর্দু সাহিত্যকে তিনি এমন এক আধুনিকতার মোড়কে উপস্থাপন করেছেন, যা সমগ্র বিশ্বে উর্দুর গরিমা ও সম্মানকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অষ্টাদশ শতকের কবি মীর জাকি মীর-এর ওপর তার চারখণ্ডের গবেষণাগ্রন্থ "শের এ শোর-আংগেজ" তাকে জনপ্রিয় সরস্বতী সম্মানে ভূষিত করে। অপর এক সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৮৬ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন তিনি। ফারুকি ২০০৬ সালে প্রকাশিত উপন্যাস "কই চাঁন্দ থে সার-এ আসমান' উর্দু সাহিত্যের জগতে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করে, যেখানে উনিশ শতকের তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছিল।

১৯৬৬ সালে প্রকাশিত ম্যাগাজিন

তিনি। এই ম্যাগাজিন বিভিন্ন লেখকদের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে এসেছে, যেখানে আলি সরদার জাফরি ইসমত চুঘতাই, রাজিন্দর সিং বেদীর মতো ব্যক্তিত্বের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বস্তত, উর্দু সাহিত্য ও আলোচনার জগতে শামসুর রহমান ফারুকিকে টি এস এলিয়টের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

আজমগড়ে জন্ম ও গোরখপুরে বড় হওয়া শামসুর রহমান কর্মজীবনে ছিলেন চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল ও ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত নিউদিল্লিসত পোস্টাল সার্ভিসেস বোর্ডের সদস্য। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সালে ইংরেজিতে এমএ পাশ করার পাশাপাশি তিনি সে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বরের

পেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইতিহাসের ওপর গভীর পাণ্ডিত্য ও উচ্চভরীয় কল

বাঁশ ভিত্তিক শিল্প উদ্যোগীদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায় মঙ্গলবার। ছবি- নিজস্ব।

সার্বিক উন্নয়ন ও বিজেপির আদর্শে কাজ করার অভিপ্রায়ে কাটিগড়ায় দলীয় প্রার্থীর দাবি জানাবেন বিপ্লব পাল

কালাইন (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সার্বিক উন্নয়ন ও বিজেপির আদর্শে কাজ করার অভিপ্রায় নিয়ে কাটিগড়ায় দলীয় প্রার্থিত্বের দাবি জানাবেন বিপ্লবকান্তি পাল। নির্বাচনে লড়তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে বিপ্লবের প্রেসমিটের খবরে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিরাজ করছে কাটিগড়ার কর্মী মহলে।

'পার্টি অব ডিফারেন্স'-এর মূল নীতি ও আদর্শের উপর ভিত্তি করেই বিজেপির একনিষ্ঠ সৈনিক হয়ে কাজ করে আসছেন। ১৯৮৪ সাল থেকে সক্রিয়তার সঙ্গে বিজেপিতে কাজ করছেন। এ-মুহূর্তে কাটিগড়ার দলীয় পর্যায়ে জয়ন্ত ধরের পর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনিই বরিষ্ঠ নেতা হিসেবে এলাকায় পরিচিত। তিনি বিপ্লবকান্তি পাল। ব্যক্তিস্বার্থ তথা পরিচয়ের পালক বহনে নয়, পশ্চাদপদ কাটিগড়ার সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার তাগিদে নিজের অধিকারের ভিত্তিতেই ২০২১-এর নির্বাচনে বিজেপির টিকিট দাবি করবেন কালাইনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দলের দু'বারের মণ্ডল সভাপতি তথা কাছাড় জেলা বিজেপির কার্যনির্বাহী সদস্য বিপ্লবকান্তি পাল। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর, এবার কাটিগড়ায় দলীয় মনোনয়ন পেতে শক্তপোক্তভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি। অন্তত এমনটা স্পষ্ট করে মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে সাংবাদিকদের ডেকে প্রার্থিত্বের দাবির কথা জানালেন কাটিগড়ার বিজেপি নেতা বিপ্লবকান্তি পাল। এ পর্যন্ত কাটিগড়ায় দলীয় টিকিট প্রত্যাশীরা ব্যাপক হইচই করলেও তিনি এ ব্যাপারে অনেকটা শান্ত ধীরে চলছিলেন। দলের নীতি ও আদর্শ অনুসরণকারী ব্যক্তিত্ব বিপ্লববাবুর মৌনতার পেছনে অবশ্য কিছু কারণ স্পষ্ট করেছেন তিনি। প্রার্থিত্বের দাবি বিষয়ক দলীয় হাইকমান্ডের জারিকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী তিনি জানুয়ারি মাসের অপেক্ষায় ছিলেন। এছাড়া পারিবারিক জীবনে বারো বছরের একমাত্র পুত্র-সন্তান হারানো শোক সামাল দিয়ে সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের তাগিদে রাজনীতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে স্বাভাবিক জীবনে মনোনিবেশ করেই মুখ খুলেছেন তিনি। নিজের স্নেহাস্পদ পুত্র বীরেন্দ্র পালের অকাল মৃত্যুর রেশ কাটিয়ে ভাতিজা শুভজিৎ পালকে পাশে রেখে সাংবাদিক সম্মেলনে খোলামেলা আলোচনা করেন বিপ্লববাবু।

উল্লেখ্য, দু-মাস আগে একমাত্র পুত্রের আকস্মিক মর্মান্তিক মৃত্যুর পর থেকে তাঁকে মনোবল দৃঢ় করতে দলীয় কার্যকর্তাদের লাগাতার চাপ ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত অটুট রেখেই বিজেপির টিকিট দাবিতে সতেজ হয়েছেন। বিজেপির জন্মলগ্ন থেকেই দলের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদ সামলে একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করে আসছেন তিনি। বিজেপির দুর্দিনে সুদিনে একই গতিতে ছিলেন দলের সঙ্গেই। তাঁর হাত ধরেই কাটিগড়ার প্রতিটি অঞ্চলে দলীয় কার্যসূচি বিস্তারে গতি এসেছে, এমনটা এলাকার দলীয় কর্মী নেতারা অকপটে স্বীকারও করেন। দলের প্রতিটি শাখা কমিটির পাশাপাশি স্থানীয় একাধিক সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে রয়েছে তাঁর আত্মিক সুসম্পর্ক।

বিগত দিনে বিজেপির সংকটকালে অনেকে যখন দল ছেড়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন, তখন শক্ত হাতে দলের দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালনে দেখা গেছে বিপ্লবকান্তি পালকে। বিপ্লববাবু অকপটে স্বীকার করেছেন, আজ যাঁরা দলীয় টিকিটের দাবিতে লম্ফঝম্ফ করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিগত দিনে বিজেপি-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে একাধিকবার দল থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিপ্লব পাল বলেন, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ন্যস্ত স্বার্থের বশীভূত হয়ে বিজেপিকে বিপর্যস্ত করে দল ছেড়ে স্থানীয় একাংশ নেতাকর্মী দলবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তখন দলের সেই সংকট সামাল দিয়ে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অসমের মধ্যে কালাইন কাটিগড়ায় দল সেরা ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছিল। কালাইন ব্লকের তিনটি জেলা পরিষদ আসনের তিনটিতেই বিপুল ভোটে দলীয় প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য, গ্রুপ মেম্বার পদে দলীয় প্রার্থীর অভাবনীয় ফলাফল হয়েছে। এজন্য অবশ্য তদানীন্তন দলীয় কার্যকর্তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য তাঁদের কৃতিত্ব স্বীকার করেছেন বিপ্লববাবু।

তিনি বলেন, সৌভাগ্যবশত ২০০৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক কাঞ্চন মণ্ডল তাঁর ঘরে সংঘের অস্থায়ী কার্যালয় করে কালাইন কাটিগড়ার ময়দানে সংঘের কার্যসূচির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন। এছাড়া শ্রীগৌরীর মাধবধামের সূচনা লগ্ন থেকেই ওতোপ্রতোভাবে জড়িত রয়েছেন তিনি। তাই সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি সকলের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা তাঁকে নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হতে বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে।

বিজেপির সুস্পষ্ট নীতির আধারে সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী বিপ্লব পাল আরও জানান, দল তাঁকে মনোনয়ন প্রদান করলে তিনি নিশ্চিতভাবে বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন। তিনি কাটিগড়ার বিধায়ক পদে বিজয়ী হলে প্রথমেই মহকুমা অফিস আদালত স্থাপনপর্ব সহ দীর্ঘকালের মানুষের স্বপ্ন মহকুমার পূর্ণ বাস্তবায়নে যথার্থ রূপ দিতে সক্রিয় হবেন। এছাড়া কাটিগড়ার গ্রামীণ অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাটের উন্নয়নে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুব্যবস্থা করতে সরব হবেন। বিশেষ করে কাটিগড়ার বুকে অবস্থিত বড়াইল অভয়ারণ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তৎপর হবেন তিনি। নিজে দীর্ঘবছর বন বিভাগের ব্যবসার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকার সুবাদে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিভাগীয় রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া সরলীকরণের পাশাপাশি বনজ সম্পদের যথার্থ প্রয়োগে স্থানীয় বেকারত্ব সমস্যা নিরসনে বড়াইল অভয়ারণ্যকে স্বতন্ত্র ডিভিশনে উন্নীত করে কাটিগড়ায় ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবেন। তাছাড়া গোটা অভয়ারণ্যের আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা আগ্রহের সঙ্গে জানালেন বিজেপি নেতা পাল। যার ফলে কাটিগড়ার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রশস্ত হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায় এবার কাটিগড়ায় বিজেপি থেকে সুনিশ্চিতভাবে টিকিট পাচ্ছেন ইদানীং এমন খবর চাউর হচ্ছে সর্বত্র। তাই দলীয় হাইকমান্ড অন্য কাউকে যদি টিকিট প্রদান করে তবে আপনার ভূমিকা কী হবে, এই প্রশ্নের জবাবে আঞ্চলিকতার পরিপন্থী মনোভাবাপন্ন বিপ্লবকান্তি পাল বলেন, অবশ্যই দলীয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবেন। দল যাঁকে প্রার্থী করবে তাঁকে বিজয়ী করতে একনিষ্ঠভাবেই কাজ করবেন। সংগঠন ভিত্তিক বিজেপি দল ও রাষ্ট্রের স্বার্থে কাজ করে। তাই কোনওদিন ব্যক্তিস্বার্থকে আমল দিতে রাজি হননি বিপ্লববাবু। দলীয় নীতি ও আদর্শ অটুট রেখেই কাজ করে যাবেন বলে স্পষ্ট জানান বিজেপি নেতা বিপ্লবকান্তি পাল।

নির্বাচনে প্রার্থিত্বের দাবিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করে তাঁর পুত্রের অকালমৃত্যুতে শোকবিহ্বল পরিস্থিতিতে যেভাবে সর্বস্তরের জনগণ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন বিপ্লবকান্তি পাল।

অসমে মাধ্যমিকে এবার রেকর্ড সংখ্যক পরীক্ষার্থী বিগত বছরগুলিকে ছাপিয়ে বসবেন ৪,৩৯,৩০৩ জন

গুয়াহাটি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বিগত বছরগুলিকে ছাপিয়ে এবার, ২০২১ শিক্ষাবর্ষের হাইস্কুল শিক্ষান্ত বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় রেকর্ড গড়বে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। করোনা-কাঁটার জেরে টানা নয় (৯) মাস রাজ্যের বিদ্যালয়গুলো বন্ধ ছিল। ফলে অন্যবারের চেয়ে এবার ৩০ শতাংশ পাঠক্রম কমিয়ে দিয়েছেন অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ সংক্ষেপে সেবা কর্তৃপক্ষ।

আগামী ১১ মে থেকে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২১ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। সেবা দফতর সূত্রের খবর বিগত ৩০ বছর পর এ বছর হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় বসবে সর্বাধিক ছাত্রছাত্রী। জানা গেছে, এবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে ৪, ৩৯,৩০৩ জন ছাত্রছাত্রী। এঁদের মধ্যে এবার ছাত্রের সংখ্যা সর্বাধিক। কোভিড পরিস্থিতি সত্ত্বেও এই সংখ্যা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে দাবি সূত্রের। তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে, এর আগে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা দিয়েছিল ৩,৮৬,৭৮৩ জন ছাত্রছাত্রী। যে সংখ্যা ১৯৮৯ সালের পব ছিল সর্বাধিক। এমন-কি গত বছরও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩,৪২,২২৪।

গত নয় মাস রাজ্যের বিদ্যালয়গুলি বন্ধ থাকার দরুন ছাত্রছাত্রীদের যাতে শিক্ষাবর্ষের ক্ষতি না হয়, সেজন্য এবার ৩০ শতাংশ পাঠক্রম কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা দফতর তথা সেবা কর্তৃপক্ষ। মাধ্যমিক পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এবং সম্পন্ন হয় সে জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এদিকে জানা গেছে, মাধ্যমিকের মতো উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদও পরীক্ষা সংক্রান্ত নতুন নতুন কয়েকটি পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। এর জন্য গঠন করা হয়েছে একটি উচ্চস্তরের কমিটি। কমিটির মূল দায়িত্বে রয়েছেন শিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সচিব। সেবা-র মতো উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৩০ শতাংশ পাঠক্রম কমানো হয়েছে। প্রসঙ্গত আগামী ১২ মে থেকে ২০২১ শিক্ষা বর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হবে। নির্বাচন এবং করোনার জন্য এবার পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির বদলে মে মাসে অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করেছে শিক্ষা দফতর।

নির্বাচনের আগে মহিলা কর্মী নিয়োগ কংগ্রেসের

কলকাতা, ৫জানুয়ারি(হি. স.): রাজ্যের মহিলা অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ভোট ব্যাংক সুরক্ষিত করতে চায় কংগ্রেস। এজন্য একুশের ভোটের আগেই মহিলাদের কাছে টানতে ব্লকে ব্লকে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিল প্রদেশ কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, মহিলাদের যে বড় অংশের ভোটার তাঁদেরকে নিয়ে আসতে হবে কাছে। করোনাভাইরাস মহামারীতে ইতিমধ্যেই কংগ্রেস মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন পৌঁছে দিয়েছে। গার্হস্থ্য হিংসায় মহিলাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেস। মহিলা ভোটার বাড়াতে এবার তিনটে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তা হলমহিলা, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ব্লক স্তরে পৌঁছনো। মহিলা ভোটার বাড়ানো নিয়ে মহিলা কংগ্রেসের ন্যাশনাল এগজিকিউটিভ বৈঠকে বিষদে আলোচনা হয়েছে। এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেনুগোপাল।

শুক্রবার সেই রিপোর্ট পৌঁছে যাবে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কাছেও। রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো মহিলা অসন্তোষের কথা বারবার তুলে ধরেছে। তারা এ-ও বলেন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সময়কালেই সবথেকে বেশি অসুরক্ষিত মহিলারা। এবার তাই সেই অসন্তোষকে সামনে রেখেই মহিলা ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পরিকল্পনা শুরু করে দিল প্রদেশ কংগ্রেস।

সম্প্রতি বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর এই পরিকল্পনা নিয়েছে কংগ্রেস। আগামী যে কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে সেখানে মহিলা ভোটারদের উৎসাহিত করে নির্বাচনে বাজিমাত করতে চাইছে কংগ্রেস বলে খবর। চলতি বছরে তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, পদুচেরি ও কেরলে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে খবর, এই নির্বাচনগুলিতে প্রতিটি পোলিং বুথে পাঁচজন করে মহিলা কর্মী রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর মে মাসের আসে পাশেই এইসব রাজ্যে ভোট হবে। সেখানে মহিলাদের এগিয়ে দেওয়া হবে। যাতে মহিলা ভোটাররা উৎসাহিত হয়ে কংগ্রেসকে ভোট দেয়। এই বিষয়ে মহিলা কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব বলেন, 'পাঁচজন করে বুথ স্তরে কর্মী নিয়োগ করা হবে। ইতিমধ্যেই আমরা ব্লক স্তরে ২৮০ জন পর্যবেক্ষককে নিয়োগ করেছি। তাঁরা এখান থেকে মহিলাদের বেছে নেবেন, যাঁরা সক্রিয় রাজনীতিতে আসতে চান।' হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

মহাজোট চাই, তবে এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে নয়, ৬৫টি আসনে জয়ী হয়ে অসমে ক্ষমতায় আসবে কংগ্রেস : সাংসদ খালেক

বরপেটা (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে বিজেপির ঘোড়া রুখতে মহাজোট চান। কিন্তু বদরউদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে নয়। আসন্ন ২১-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-এআইইউডিএফ আঁতাত সম্পর্কে তাৎপর্যমূলক মন্তব্য করেছেন বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসি সাংসদ আব্দুল খালেক।

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় বেশ কিছুদিন ধরে বহুচর্চিত কংগ্রেস এবং বদরউদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ-এর মহাজোট সম্পর্কে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন আব্দুল খালেক। প্রসঙ্গত কংগ্রেস-এআইইউডিএফ-এর মেলামেশা বা আঁতাতের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করছেন মরিয়নির কংগ্রেস বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মি। এই প্রশ্নে নানা সময় খোলাখুলি তিনি দলের বিরুদ্ধে মুখরও হন।

সাংসদ আব্দুল খালেক বলেন, 'প্রতিবার নির্বাচনের আগে বদরউদ্দিন আজমল কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত গড়তে মাথা মারেন। বিষয়টি নতুন নয়। মহাজোটের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা, কেবল এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে আঁতাত গড়ে মহাজোট গঠনে আমার আপত্তি। তবে মহাজোট গঠনে এআইইউডিএফ আসবে কি না, তা তাদের বিষয়।'

এদিকে বিজেপির তেজি নির্বাচনী প্রচার সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে সাংসদ খালেক বলেন, কংগ্রেসের লক্ষ্য আক্রমণাত্মক প্রচার নয়, কেবল বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা। আগামী ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ৬৫-র বেশি আসনে বিজয়ী হয়ে রাজ্যে ফের সরকার গঠন করবে বলে জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন সাংসদ আব্দুল খালেক। তিনি বলেন, বিজেপি আগ্রাসী রূপ ধারণ করে সাম্প্রদায়িক প্রচারাভিযান চালিয়েছে, তাঁরা সেই পথে হাঁটছেন না।

স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, অভিযুক্ত স্বামী

সাগর, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক জেনে ফেলায় স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থানা এলাকার খাসরামকর গ্রামে। ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী শুকদেব পাত্রের বিরুদ্ধে সাগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহবধূ ও তাঁর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী শুকদেব পাত্র পলাতক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রতিবেশী গ্রামের অপর্না পাত্রের সাথে ভালোবাসার সূত্রেই বিয়ে হয় শুকদেবের। বিয়ের পর বেশ কিছু দিন ভালো চললেও বিগত বেশ কয়েকমাস অশান্তি শুরু হয় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে। মূলত শুকদেব বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আর সেই সম্পর্কের কথা জেনে ফেলে অপর্ণা। সেই থেকেই পরিবারে অশান্তি শুরু হর। মঙ্গলবার দুপুরে অশান্তি চরমে উঠলে স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় সুকদেব। পরে প্রতিবেশীরা ঘরের মধ্যে থেকে অপর্নাকে উদ্ধার করলেও আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় গোটা বাড়ি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাগর থানার পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

ভারতের সেনা চৌকির আসেপাশে ট্যাঙ্ক মোতায়েন চিনের

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি. স.): বছর পেরোলেও চিনের অভ্যেস বদলাইনি। ভারতীয় সীমান্তবর্তী লাগোয়া এলাকাগুলিতে নিজেদের সামরিক গতিবিধি বাড়িয়ে দিয়েছে লাল ফৌজ। গত বছর ২৯/৩০ আগস্ট মাসে হিমালয়ের কৈলাস রেঞ্জের যেসকল এলাকা ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজেদের দখলে নিয়েছিল। সেই সকল সামরিক চৌকিগুলির আসেপাশে বিপুল পরিমাণে ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছে চিন।

পূর্ব লাদাখের এলএসিতে সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি চিনের নতুন ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ভারতীয় সামরিক চৌকিগুলির আসেপাশে ট্যাঙ্ক মোতায়েন করে বেজিং স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে যে তারা কোনমতেই সীমান্তে শান্তি চায় না। সামরিক সূত্র থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে প্যাংগং ঝিলের দক্ষিণ দিক থেকে কৈলাস রেঞ্জের রেজাংলা, রেচিংলা এবং মুখপারি পর্বতশৃঙ্গ-এ থাকা ভারতীয় চৌকিগুলির আসেপাশে ৩০ থেকে ৩৫টি ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছে। এই সকল চিনা ট্যাঙ্ক ওজনে হালকা হলেও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত। উল্লেখ করা যেতে পারে, চিন চাইছে এই সকল অঞ্চল থেকে ভারত নিজের সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করে নিক। কিন্তু ভারতের তরফ থেকে এমন দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ভারতের তরফ থেকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সেনা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারত কোন ভাবেই সীমান্ত পেরোয়নি।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের ১১ জনের শরীরে পাওয়া গেল করোনার সংক্রমণ

গান্ধীনগর, ৫ জানুয়ারি (হি. স.): গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের ১১ জনের বেশি সরকারি আধিকারিক এবং কর্মীদের শরীরে করোনার সংক্রমণ মেলায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দফতর সহ সচিবালয়ের অন্যান্য বিভাগে করোনা বিধি আরও কঠোরভাবে বলবৎ করা হয়েছে। মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহারের পাশাপাশি প্রত্যেক কর্মী এবং মন্ত্রীরা যাতে সামাজিক দূরত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করে চলে সেই দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী দফতরের এক কর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণ মেলার পর বাকি আধিকারিক ও কর্মীদের আরটি-পিসিআর পদ্ধতিতে করোনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে ১১ জন আধিকারিক ও কর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণ মেলে। বর্তমানে তারা প্রত্যেকেই চিকিৎসাধীন। প্রসঙ্গত দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকার জন্য সোমবার সচিবালয়ে আসেননি মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও প্রশাসনিক গতিবিধি সচল রাখার জন্য সচিবালয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ফাইলের আদান প্রদান সহ অন্যান্য কাজকর্ম হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

শোভন-বৈশাখীকে সক্রিয় করতে ফের চেষ্টার সিদ্ধান্তে আপত্তি দলের এক বড় অংশের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশ্বস্ত করতে ফের কথা বলবেন বিজেপি নেতৃত্ব। এতে দলের অনেকেই খুশি নন। তাঁদের বক্তব্য, ওঁরা দু'জন একাধিকবার দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন। তার পরেও এভাবে ওঁদের দলে পাওয়ার চেষ্টা বিজেপি-র কাছে অপমানের সামিল।

প্রায় তিন বছর ধরে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। এরপর ২০১৯-এর ১৪ আগস্ট বিজেপিতে যোগ দেন শোভন-বৈশাখী। কিন্তু এরপর তাঁরা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে যান কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এতে প্রশ্ন ওঠে। দু'জনে বিজেপি-র হয়ে সক্রিয় ভাবে মাঠে নামেননি। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোমালিন্যের জেরেই তাঁরা দূরে সরে ছিলেন বলে জল্পনা ছিল। সে মনোমালিন্য শেষ পর্যন্ত শোভনকে তৃণমূলে ফেরাতে পারে, এমন গুঞ্জনও একাধিক বার তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শোভন-বৈশাখী তৃণমূলে ফেরেননি। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও নিরন্তর যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন তাঁদের সঙ্গে।

এরপর ঠিক হয় গত ২৭ জুলাই শোভন চট্টোপাধ্যায় যোগ দেবেন দিল্লির বৈঠকে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেই ওই তারিখ স্থির হয়েছিল বলে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন। কিন্তু দিলীপ ঘোষের একটি বয়ান সামনে আসে। তিনি বলেন, "শোভনবাবুর সঙ্গে কথা হয়নি। তাই আমার কিছু জানা নেই। জানি না কে তাঁকে কোন বৈঠকের জন্য ডেকেছেন। এই বৈঠকের জন্য তিনি উপযুক্ত নন। তাই তাঁকে ডাকাও হয়নি।" এতে ফের সিদ্ধান্ত বদলান কলকাতার প্রাক্তন মেয়রের। তারপর থেকেই চলছে টানাপোড়েন। দলের একটিও কর্মসূচিতে দেখা যায়নি তাঁদের। বিধানসভা ভোট এগিয়ে আসতেই শোভনকে সক্রিয় করতে তৎপরতা শুরু হয় বিজেপিতে। কয়েক মাস আগে শোভনবাবুর বাড়ি গিয়ে বৈঠক করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অরবিন্দ মেনন। ফোনে কথা হয় কৈলাস বিজয়বর্গীয়রও। ফলে জল্পনা চলছিল, এবার হয়তো শোভনকে সক্রিয় দেখা যাবে বিজেপিতে। কিন্তু শোভনবাবু দলে একটা দায়িত্ব ও পদ চান।

তাঁকে "স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য" করে গত ৯ সেপ্টেম্বর রাজ্য কমিটি ঘোষণা করে বিজেপি। সেটাই ছিল বলা যায়, কমিটি ঘোষণার চমক। কিন্তু স্বয়ং শোভনের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ছাপিয়ে যায় সব চমককে। তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ছিল, "শুনেছি রাজ্য কমিটি ঘোষণা হয়েছে। আমি বিজেপির একটাও কর্মসূচিতে যাইনি। আমার সঙ্গে কোনও যোগসূত্র নেই।" রাজ্য কমিটিতে নাম আনার আগে তাঁর অনুমতিও নেওয়া হয়নি বলে উষ্মা প্রকাশ করে তিনি যা বলেন, তাতে যুগপৎ জল্পনা বাড়ে বিজেপি ও তৃণমূলে। তাঁর কথায়, "বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর কুপন কেটে সদস্যপদ নিয়েছিলাম। ওটাই প্রথম এবং শেষ!" এই মন্তব্যে বিস্মিত ও আহত হন বিজেপি নেতৃত্ব।

৯৬ জন সদস্য এবং ১১০ জন স্থায়ী আমন্ত্রিতের মধ্যে শোভনের বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন ঠাঁই হল না, এ নিয়েও যারপরনাই বিরক্ত হন প্রাক্তন মেয়র। এই ব্যাপারে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, "দু"জনের আলাদা স্ট্যাটাস, আলাদা কাজ। শোভনবাবু মন্ত্রী ছিলেন। প্রাক্তন মেয়রও। তাঁকে রাজ্য কমিটিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে রেখেছি। সবাইকেই ব্যবহার করব।" অব্যাহত থাকে টালবাহানা। এরপর গত ২৭ ডিসেম্বর আগামী নির্বাচনে কলকাতা জোনের পর্যবেক্ষক পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় শোভনবাবুকে। সহ পর্যবেক্ষক করা হয় বৈশাখীকে। স্বীকৃতি দিতে বিজেপি-র রাজ্য দফতরে মুকুল রায়ের ঘরটি ওঁদের বরাদ্দ করা হয়। সেই ঘরে বসে প্রচারমাধ্যমের জন্য ছবি তোলেন। ওঁদের নিয়ে পদযাত্রার দিন নির্দারিত হয় সোমবার। তার জন্য রবিবার সন্ধ্যার পর ওঁদের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে দলের কয়েকজন নেতা দীর্ঘ বৈঠকে বসেন। চারদিকে আলোচনা-আলোড়ণ শুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজেপির রোড শো-তে অনুপস্থিতই থাকেন শোভন-বৈশাখী। প্রথমে 'অভিমানী' বৈশাখী জানান' তিনি পদযাত্রায় যাবেন না। তাঁর পথ অনুসরণ করেন শোভনবাবুও। নিজেদের বাড়িতে ঘরবন্দি করে রাখেন। নেতৃত্ব ফোনে একাধিকবার অনুরোধ করলে বৈশাখী শরীর খারাপের অজুহাত দেন। এতে ক্ষুব্ধ নেতৃত্বের নির্দেশে রাজ্য দফতরের ঘরের দরজা থেকে ওঁদের নাম-পরিচয় সরিয়ে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাতে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমি জানি না। দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি আছে। হয়ত তারা কিছু নির্দেশ দিয়েছে।" মঙ্গলবার ফের এবিষয়ে

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা

সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি খাবার খাওয়ার সময়সীমাও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।দেহ চক্র নিয়ন্ত্রণ করে: সঠিক পুষ্টি, উন্নত ঘুম চক্রো সুশৃংখল খাবার সময় ইত্যদি বিষয়গুলো আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং এগুলো মেনে চলা উচিত। এই অভ্যাসগুলোর মাধ্যমেই দেহ চক্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। তাই, দেহ চক্র সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক সময়ে খাবার খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।বিপাক বৃদ্ধি: খাবারের সময় সীমার ওপর শরীরের বিপাক হার নির্ভর করে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিপাক হার সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই এই সময়ে পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া না হলে শরীর বিপাকের হার বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপাকের হারও হ্রাস পেতে থাকে। তাই রাত আটটার মধ্যে রাতের খাবার সম্পন্ন করা উচিত, এতে খাবার হজম হয় ঠিক মতো।বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশনে সহায়তা করে: খাবারের মাধ্যমে শরীর অনেক কিছু গ্রহণ করে।। শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশন করতে যকৃত সহায়তা করে। আর যকৃতের কার্যকারিতার ওপর খাবার গ্রহণের সময় সীমা প্রভাব রাখে। রাত ১০টা বা তার পরে খাবার খাওয়া হলে তা ঘুমের সময়ের কাছাকাছি হয়ে যায়। ফলে শরীরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং যকৃত ঠিক মতো নিষ্কাশনের কাজ করতে পারে না। তাই এই প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে রাতে সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া জরুরি।তিন বেলার খাবারের মধ্যে আদর্শ বিরতি: খাবার ঠিক মতো হজম করতে শরীরের তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগে। তাই প্রতিবেলার খাবারের মাঝে চার ঘন্টার বেশি বিরতি রাখা উচিত নয়। এই বিরতি দীর্ঘ হলে অ্যাসিড সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। দুই বেলার খাবারের মাঝে নাস্তা হিসেবে হাল্কা কিছু বা ফল খাওয়া ভালো। তিন বেলার খাবারের মাঝে দুবার হাল্কা নাস্তা করা উচিত।খাবার গ্রহণের সঠিক সময়সীমাসকালের নাস্তা: বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার দুই ঘন্টার মধ্যে নাস্তা সম্পন্ন করা উচিত। অন্যথায়, বিপাক হার হ্রাস পায়। ঘুম থেকে ওঠার পর যত তাড়াতাড়ি নাস্তা করা হয় তা শরীরের জন্য তত বেশি উপকারি।দুপুরের খাবার: হজম ক্রিয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে ভেলা ১২টা থেকে দুইটার মধ্যে। তাই, এই সময়ে দুপুরের খাবার খাওয়া হলে তা ভালোভাবে হজম হয় এবং পুষ্টি শরীরে শোষিত হয়। ফলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। রাতের খাবার: দুপুরের খাবারের সঙ্গে চার ঘন্টা বিরতি রেখে রাত আটটার রাতের খাবার মধ্যে সম্পন্ন করা উচিত। এছাড়াও, রাতের খাবার ও ঘুমের সময়ের মধ্যে কমপক্ষে দুই ঘন্টার বিরতি থাকা আবশ্যক। এতে হজম ও ঘুম ভালো হয়।

পেট ফোলাভাব কমাতে এড়িয়ে চলবেন যেসব খাবার

পেট ফাঁপা খুবই বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। এর পেছনে রয়েছে অনিয়িমিত খাদ্যাভ্যাস ও ভুল জীবনযাত্রা।এছাড়াও, বেশ কিছু খাবার পেট ফোলাভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে পেট ফোলাভাব এড়াতে যে সকল খাবার বাদ দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে জানানো হল।সাধারণত, গ্যাসের কারণে পেটে ফোলাভাব দেখা দেয়। এর ফলে পেট ব্যথা, ফাঁপা বা ঢেকুরের সমস্যা দেখা দেয়। অজীর্ণ খাবার ভাঙ্গনের ফলে বা খাওয়ার সময় বাতাস গ্রহণের ফলে পেট বায়ু জমে ও পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়।পেট ফোলাভাবের অন্যতম কারণ হল অ্যাসিড সৃষ্টি, এছাড়াও অ্যান্টি ডায়াবেটিস আন্টিবায়োটিক ওষুধ সেবনের কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও খাদ্যাভ্যাসের বেশ কিছু কারণেও পেট ফোলাভাব দেখা দেয়।কার্বোনেইটেড পানীয়: এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে যা পান করার পরে পেটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সৃষ্টি করে। এই গ্যাস আবার পেটে আবদ্ধ থেকে হজমে সমস্যা করে। ফলে পেট ব্যথা দেখা দেয়।ডাল: ডাল প্রোটিন, আঁশ, স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেইট ও খনিজ- লৌহ, কপার এবং ম্যাগ্নেশিয়াম সমৃদ্ধ। এটা উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় ডাল খেলে অনেকেরই পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়।ক্রুসিফেরাস সবজি: ব্রকলি, বাঁধাকপি, চানা ডাল, ফুলকপি-সহ এই ধরনের সবজি উচ্চ আঁশ, ভিটামিন সি ও কে সমৃদ্ধ। যা শরীরের জন্য উপকারী। তবে এখানে এমন কিছু যৌগ রয়েছে যা পরিপাকতন্ত্র-জনিত রোগের সৃষ্টি করে। ফলে গ্যাস সৃষ্টি হয়।পেঁয়াজ ও রসুন: পেঁয়াজ প্রায় সব খাবারেই স্বাদ বৃদ্ধি করে। এতে আছে ফ্রুক্টান্স যা পেট ফাঁপার সমস্যা সৃষ্টি করে। রসুন রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে। রসুনের প্রচুল ফ্রুক্টোন থাকায় তা পেটে বাতাসের সৃষ্টি করে পেট ফাঁপার সমস্যা তৈরি করে।পেটের ফাঁপাভাব দূর করার উপায়- খাওয়ার পরপরই ঘুমাতে যাওয়া যাবে না। খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করে খাবার হজম হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।- খাবার ধীর গতিতে ও সুষ্ঠুভাবে চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। যা মুখে তৈরি হওয়া লালার সঙ্গে মিশে হজম দ্রুত করতে সহায়তা করে। ফলে খাওয়ার পরে গ্যাসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে থাকে। - অতিরিক্ত নোনতা খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে হজম ও পুষ্টি শোষণে প্রভাব রাখে। - হালকা ও পরিমাণে কম খাবার হজম করা সহজ ও উপকারী।- হজমক্রিয়া বাড়াতে প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার যেমন- দই খাওয়া ভালো। এটা হজমে সহায়তা করে। ফলে পেটে ফোলাভাব দেখা দেয় না।সতর্কতা পেট ব্যথার সমস্যার পাশাপাশি পেট ফোলার সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ত্বক উপকারী নানান ফল

বিভিন্ন ফল ত্বকে সরাসরি ব্যবহার করেও উপকার পাওয়া যায়। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বকে বিভিন্ন রকমের ফল ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। সিট্রাস ফল- কমলা, আঙ্গুর, লেবু এই ফলগুলো অম্লিয় এবং উচ্চ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বককে ব্রণ মুক্ত থাকতে ও ত্বক উজ্জ্বল করাতে সাহায্য করে।সিট্রাস ফল ব্যবহার করা খুব সহজ। ফল কেটে টুকরা করে মুখে মালিশ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ত্বককে সিট্রাসের রস শোষণ করতে ১০ মিনিট সময় দিন এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন।সতর্কতা: সিট্রাস ফল ব্যবহারের কারণে ত্বকে আলোক সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে। তাই এটা ব্যবহারের কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরে বাইরে বের হতে হবে।বেরি- স্ট্রবেরি, আমলকীবেরি ধরনের ফল উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা ত্বকের নানান উপকার করে। বেরিতে থাকা পলিফেনল ত্বককে পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং বয়সের ছাপ কমায়। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ স্ট্রবেরি টুকরা করে কেটে ত্বক মালিশ করা যায়। এটা ত্বক এক্সফলিয়েট করে এবং ব্রণ দূর করে। ত্বকে স্ট্রবেরি ঘষার পরে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বকে দুই টেবিল-চামচ আমলকীর গুঁড়া ও সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে মুখে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।গ্রীষ্মকালীন ফল- কলা, আনারস, পেঁপেএসব ফলে ত্বক উপকারী নানান রকমের ভিটামিন ও আর্দতা রক্ষাকারী উপাদান আছে। এই ধরনের ফল সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায়। ত্বক কোমল করতে ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলতে কলা চটকে ত্বকে মালিশ করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। মুখে হঠাৎ ব্রেকআউট দেখা দিলে একটা তুলার বল আনারসের রসে ডুবিয়ে আক্রান্ত স্থানে চাপ দিয়ে ধরুন। ৩০ মিনিট পরে মুখ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে করে ফেলুন। পেঁপেতে আছে পাপাইন নামক উপাদান যা ত্বক এক্সফলিয়েট করে মৃত কোষ দূর করে। পেঁপের খোসা মুখে ঘষে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটা ত্বক আর্দ রাখতে এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে।

অনিদ্রার কারণ ও সমাধান

ঘুম আসেনা সহজে এবং তা প্রতিনিয়তই। তাহলে হয়ত আপনি অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন।নানান কারণে অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর সঠিক কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধান করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।অনিদ্রা-যাদের অনিদ্রার সমস্যা আছে তাদের প্রতিনিয়ত ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।যুক্তরাষ্ট্রের মস্তিষ্ক ও ঘুম-বিষয়ক চিকিৎসক নেইট ফাভিনির মতে, "প্রত্যেকেরই কখনও না কখনও ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। ঘুমের সমস্যা যখন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব রাখা শুরু করে তখন তা অনিদ্রার সমস্যায় পরিণত হয়।"অনিদ্রার লক্ষণ- দীর্ঘ সময় বিছানায় শুয়ে থাকার পরও ঘুম না আসা।- রাতে অনবরত হাঁটা চলা করা। - তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে যাওয়া ও পরে ঘুম না আসা। এই ধরনের সমস্যা যত বেশি দিন থাকবে তত বেশি স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেবে।অনিদ্রার কারণে সাধারণত নিচের সমস্যাগুলো দেখা যায়-- অমনোযোগ, অস্থিরতা, স্মৃতি হ্রাস।- শক্তি ও অনুপ্রেরণার অভাব।- অস্বস্তি, হতাশা ও উদ্বেগ।- মাথা-ব্যথা, শরীরে-ব্যথা, গ্যাসের সমস্যা ইত্যাদি।যদি ক্লান্তিবোধ করেন ও ঘুমের সমস্যা কাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে অথবা সুসম্পর্কে বজায় রাখতে বাধা সৃষ্টি করে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।অনিদ্রার ধরণ-অনিদ্রার সময়ের ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়'অ্যাকিউট' বা তীব্র অনিদ্রা: কোন বিশেষ কারণে অনিদ্রা দেখা দেয় যেমন- মানসিক চাপ বা উদ্বেগ এবং কয়েকদিন বা সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা: এটা সাধারণত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে হয়ে থাকে এবং তা দীর্ঘদিনের জন্য- প্রতি সপ্তাহে তিনবার করে কমপক্ষে তিন মাস ব্যাপী।গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমেরিকানদের মধ্যে প্রতি বছর ২৫ শতাংশের তীব্র অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয় এবং তার ৭৫ শতাংশই দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রার সমস্যায় পরিণত না হয়ে সমাধান হয়ে যায়।কারণ-সাধারত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এই দুই কারণে অনিদ্রা দেখা দেয়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হল- মাধ্যমিক অনিদ্রা সাধারণত অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা বা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে হয়ে থাকে। আর প্রাথমিক অনিদ্রা হল প্রধান অসুস্থতা। প্রাথমিক অনিদ্রা-এটা কোনো স্বাস্থ্য জনিত সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত না এটা সাধারণত তীব্র অনিদ্রা। এটা মূলত নিম্নোক্ত কারণের জন্য হয়ে থাকে-মানসিক চাপ: চাকুরির সাক্ষাৎকার, পরীক্ষা এমন কি জীবনের বড় কোনো পরিবর্তন যেমন- কাছের কারও মৃত্যু বা সম্পর্কে বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানা কারণে এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে।আরামদায়ক ঘুমের পরিবেশের অভাব: উদাহরণ স্বরূপ, ঘুমানোর সময় বেশি গরম, বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি কারণেও ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।ঘুমের অনিয়মিত রুটিন: অস্বাস্থ্যকর ঘুমের অভ্যাস যেমন- প্রতিদিন একই সময় ঘুমাতে না যাওয়া। ঘুমের রুটিনের পরিবর্তন এই ধরনের অনিদ্রার কারণ।এই ধরনের সমস্যা চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই সমাধান করা সম্ভব।মাধ্যমিক অনিদ্রা-সাধারণত, স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে এই ধরণের অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও, বিভিন্ন রকম ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ এমনটা দেখা দিতে পারে। এর ফলে নানা রকমের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন-ঘুমের সমস্যা: গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুমের সমস্যা আছে এমন ৩৮ শতাংশ লোকের অনিদ্রা দেখা যায় এবং ৬০ শতাংশের মধ্যে পায়ের অস্বস্তির সমস্যা আছে। দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা: দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যা যেমন- শ্বাসকষ্ট, অ্যাসিডিটি, দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা, হরমোন ও থায়রয়েড ও স্নায়বিক সমস্যা যেমন- পারকিনসন ইত্যাদি থেকে ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। গর্ভাবস্থা: গবেষণা থেকে জানা গেছে, গর্ভাবস্থায় প্রায় ৭৮ শতাংশেরই নিদ্রাহীনতার সমস্যা দেখা দেয়। গর্ভধারণের তিন মাসের মাথায় এই ধরনের সমস্যা হয়। কারণ এই সময় সন্তান বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। মানসিক স্বাস্থ্য: মানসিক চাপ ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি করে। উদ্বেগ ও হতাশা অনিদ্রার সৃষ্টি করে। এমনটা দেখা দিলে থেরাপি নেওয়ার প্রয়োজন। অতিরিক্ত ক্যাফেইন, নিকোটিন ও অ্যাল্কোহল ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি করে। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি থাকে। ওষুধ: উদ্বেগ জনিত সমস্যার কারণে দেওয়া ওষুধ, উচ্চ রক্ত চাপের জন্য আলফা, বেটা এবং আর্থাইটিসের কারণে দেওয়া স্টেরয়েডের জন্য অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা - এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। থেরাপি, জীবন যাত্রার পরিবর্তন এমনকি প্রাকৃতিক কিছু কৌশল অনুসরণ করেও অনিদ্রার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রাকৃতিক উপায়: ঘুমানোর আগে আরামাদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন ও মন ভালো রাখে এমন কাজ করুন। রাতে ঘুমানো আগে মোবাইল ব্যবহার না করে আরাম করে এক কাপ ক্যামোমাইল চা পান করুন, আরাম অনুভূত হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা: গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করা হলে ঘুমের মান উন্নত হয়। ধ্যান: ধ্যান মানুষের মনকে শান্ত রাখে ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। নিয়ম মেনে ধ্যান করা হলে ঘুম ভালো হয়।

ঘরে বসে সন্তানের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্তানের পড়ালেখায় মনোযোগ বাড়াতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার।লকডাউনে শিথিলতা আসলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপাতত খুলছে না। এই পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রেই চলছে অনলাইন ক্লাস।তবে অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত হলেও সন্তানকে পড়তে বসাতে বেগ পেতে হচ্ছে প্রায় সকল বাবা-মাকেই।এই পরিস্থিতি কিছুটা সহজ করার উপায় নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষামুলক 'অ্যাপ' 'বাইযু'স লার্নিং অ্যাপ'য়ের 'চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার' আঙ্কিতা কিশোর, যা উঠে আসে শিক্ষামূলক একটি ওয়েবাসাইটের পাতায়। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।পড়ার নির্দিষ্ট স্থান: সারাদিন ঘরে বন্দি থেকে পড়াশোনার মনোযোগ ধরে রাখা সহজ কথা নয়। তাই ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে হবে পড়ার জন্য, যেখানে নিরিবিলিতে পড়ায় মনোযোগ দেওয়া যায়। আর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সেখানে ভালোমানের ইন্টারনেট সংযোগও থাকা চাই।বিষয়বস্তুর ওপর দখল বাড়ানো: শিক্ষার্থীদের হাতে এখন অফুরন্ত সময়, যার বেশিরভাগই হয়ত অপচয় হয়ে যাচ্ছে হতাশায়। তবে পরিস্থিতিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের যে কঠিন অংশগুলো রপ্ত করা হয়নি তা এখন সময় নিয়ে অনুশীলন করার সুযোগ আছে। এজন্য বিষয়বস্তু আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে। বোঝার ঘাটতি থাকলে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করতে হবে শিক্ষকদের।

ক্লাস, কোচিং, প্রাইভেট, পরীক্ষার চাপ এখন নেই। তাই ইন্টারনেট ঘেটে বিভিন্ন বিষয়ে বাড়তি জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ আছে।ভিডিও দেখা: বিশেষজ্ঞরা বলেন, পড়ে শেখার চাইতে দেখে শেখা দ্রুততর। কারণ চাক্ষুস কোনো ঘটনা থেকে মস্তিষ্ক ৬০ হাজার গুন দ্রুত গতিতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। আর বই পড়ার চাইতে ভিডিও দেখা তুলনামূলক বেশি মজাদার একথা অনেকেই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য শিক্ষামূলক ভিডিও আছে যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, আগ্রহ বাড়ায়। বোঝানোর পদ্ধতির ওপর জ্ঞান অর্জন অনেকটা নির্ভরশীল। একই বিষয়কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে ভিডিও তৈরি করতে পারেন। ফলে আপনার হাতের মুঠোর আছে একাধিক শিক্ষক। এই অফুরন্ত সময়ে সব শিক্ষাকেই কাজে লাগানো সম্ভব।রুটিন: পড়াশোনায় শৃঙ্খলা থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর সেজন্য প্রথমেই পড়াশোনার রুটিন তৈরি করতে হবে। এই রুটিন হতে হবে বাস্তবমুখী এবং সেই রুটিন মেনে চলতে হবে প্রতিদিন, কঠোরভাবে। নতুন কিছু শেখা, তা অনুশীলন করা এবং তা পুনরালোচনা করা সবকিছুর জন্যই সময় ভাগ করা থাকতে হবে রুটিনে।চারপাশ থেকে শিক্ষা নেওয়া: জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া শুধু বইয়ের পাতা থেকে পরীক্ষার খাতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকেও শেখার আছে অনেক কিছু, যা ক্ষেত্র বিশেষ পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই চারপাশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ থাকতে হবে। প্রশ্ন করতে হবে। ইন্টারনেটে তা নিয়ে আরও জানার চেষ্টা করতে হবে। আর শুধু জানলেই হবে না, তা মাথায় রাখতে হলে লব্ধ জ্ঞানকে হাতেনাতে কাজে লাগানোর চেষ্টাও থাকতে হবে। অনুশীলন, আরও অনুশীলন: নতুন কিছু শেখার পর তাতে দক্ষ হয়ে উঠতে অনুশীলনের বিকল্প নেই। যত বেশি অনুশীলন করা হবে, দক্ষতা ততই বাড়তে থাকবে। বারবার অনুশীলনে মাধ্যমে সেই কাজটি আরও সহজে করার পথও বের করে ফেলতে পারেন। তাই অনুশীলনেই বিকল্প নেই। করোনাভাইরাসের কারণে জীবন থমকে গেলেও শেখার সুযোগ ফুরিয়ে যায়নি কখনই। তবে থাকতে হবে শেখার আগ্রহ, জ্ঞানের ক্ষুধা, সময় কাজে লাগানোর স্পৃহা।

এই সময়ে চোখের সুস্থতা

ফোন, ল্যাপটপ কিংবা টিভি- অতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির ক্ষয় রোধ করতে চাই বাড়তি সতর্কতা।সুস্থ থাকতে ও সামাজিক দূরত্ব রক্ষার্থে বেশিরভাগ সময় কাটছে বাসায়। শিক্ষার্থীদের চলছে অনলাইন ক্লাস। তাই কাজ কিংবা বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ল্যাপটপ, টিভি কিংবা ফোন।ফলে দৃষ্টিশক্তির ওপর চাপ পড়ছে। আর এই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই আপাতত।তাই এই সময়ে চোখের যত্নে চাই বাড়তি আয়োজন।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চোখের যত্ন নেওয়ার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।- চোখে লালচেভাব, চুলকানি, শুষ্কতা, দুর্বলতা, পানি পড়া, কালো দাগ ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিলে তার উপযুক্ত চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।- চোখ ভালো রাখতে বৈদ্যুতিক পর্দার দিকে তাকিয়ে কাজ করার সময় ২০ মিনিট পর পর অন্তত ২০ সেকেন্ডের জন্য চোখকে বিশ্রাম দিন। অর্থাৎ আলো থেকে দূরে থাকুন। এতে চোখের অস্বস্তি কমবে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।- 'অ্যান্টি-গ্লেয়ার' চশমা ব্যবহার করুন, এটা চোখকে স্ক্রিন (কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন, এমনকি গেইম খেলার সময়েও) থেকে বিচ্ছুরিত ক্ষতিকারক নীল রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ডিজিটাল চাপ থেকে চোখকে রক্ষা করার এটা অন্যতম উপায়।- খাবার তালিকায় সবজি ও ফল যোগ করুন। গাজর চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে কারণ এতে আছে ভিটামিন এ।

অল ত্রিপুরা পি এ সিস্টেম অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

লক্ষ্মীরতন শুক্লর চলে যাওয়াটা একটা বড় রোগের উপসর্গ মাত্র : অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : 'লক্ষ্মীরতন শুক্লর চলে যাওয়াটা একটা বড় রোগের উপসর্গ মাত্র। এটা ভাঙনের রোগ। দিদি আর তাঁর দল সামলাতে পারছেন না।" মঙ্গলবার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পদ ছাড়র পর এই মন্তব্য করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভার কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। এদিন তিনি বলেন, "দীর্ঘদিনের দূরাচার, অনাচার, অত্যাচার, দুর্নীতিসব মিলিয়ে ফল এমন দাঁড়িয়েছে, তৃণমূলের অস্তিত্বের সঙ্কট। যাঁরা তৃণমূলে আর থাকতে পারছেন না, বিজেপিতেও যেতে চাইছেন না, তাঁরা কংগ্রেসে চলে আসুন। তাঁদের জন্য কংগ্রেসের দরজা খোলা আছে। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আমরা তাঁদের কংগ্রেসে স্বাগত জানাব।" মন্ত্রিত্ব-সহ দলীয় পদ ছাড়লেন লক্ষ্মীরতন শুক্ল। প্রকাশ্যে ক্ষোভ না জানালেও লক্ষ্মীরতন শুক্লর ঘনিষ্ঠমহল সূত্রের খবর, তিনি বলেছেন, "যে কাজ করতে চাইতাম, তা করতে দেওয়া হয়নি।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে পদ ছাড়লেন লক্ষ্মীরতন। ইস্তফা দিলেও বিধায়ক থাকতে চান তিনি। খেলার জগতে ফিরতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। লক্ষ্মীরতনের জায়গায় দায়িত্বে হাওড়া শহর তৃণমূল সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মোদীজি জনপ্রিয় হয়ে জাবেন, তাই কিষান নিধির টাকা পৌঁছয় নি : মুকুল রায়

কলকাতা, ৫জানুয়ারি(হি. স.): 'কিষাণ সম্মান নিধি যদি কৃষকদের হাতে পৌঁছাঁয় তাহলে মোদীজি জনপ্রিয় হবে। এই কারনে কিষাণ সম্মান নিধির টাকাটা আজ অবধি পৌঁছায় নি'। মঙ্গলবার এই মর্মে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। উল্লেখ্য, সোমবারই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 'কিষাণ সম্মান নিধি' কার্যকর হওয়ার কথা জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই একের পর এক বিজেপি নেতার কটাক্ষের শিকার হয়েছে রাজ্যের শাসক দল।

এই প্রসঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায় বলেন, 'শুধুমাত্র কিষাণ সম্মান নিধি যদি কৃষকদের হাতে পৌঁছাঁয় তাহলে মোদীজি জনপ্রিয় হবেন এই কারনে কিষাণ সম্মান নিধির টাকাটা আজ অবধি পৌঁছায় নি। এক্ষেত্রে আমরা খুব পরিস্কার যে, শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের বঞ্চিত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় '।

অন্যদিকে, এই বিষয়ে কংগ্রেস ও সিপিএমকে আহ্বান জানিয়ে মুকুল রায় বলেন, 'কেন্দ্রীয় কৃষি বিল একটি সর্ব ভারতীয় বিল। একইভাবে সব রাজ্যে কার্যকরী।' পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে তার কটাক্ষ 'আমি একটা বিল আনলাম আর পাশ করলাম তাহলেই তো তার মান্যতা হয় না। কেরল সরকারের মত প্রস্তাব আনতে পারে কিন্তু প্রস্তাব আনা আর বিল পাস করানো এক কথা নয়'। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

বিজেপি-র সভার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে বর্ধমান শহরে উত্তেজনা

কুড়মুন, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : বিজেপির র পোস্টার, ফ্লেক্স, ব্যানার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বর্ধমান শহরে।

বর্ধমান এক নম্বর ব্লকের কুড়মুনে বিজেপির র সভা উপলক্ষে সোমবার রাত থেকেই বর্ধমান জুড়ে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। রাতে দিলীপ ঘোষ স্বাগতম পোস্টার, ব্যানার, ফ্লেক্স টানানো হয় জি টি রোড জুড়ে। মূলত কুড়মুন পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা ব্যানার, পোস্টারে ভরিয়ে দেওয়া হয়। সেই পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে বিজেপি তৃণমূল চাপানউতোর শুরু হয়ে যায়। বর্ধমানের কুড়মুনে দিলীপ ঘোষের জনসভার আগে এই পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার সদর শহরে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিজেপির পক্ষ থেকে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এই কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির বক্তব্য, বর্ধমান শহরের জিটি রোড-সহ বিভিন্ন জায়গায় রাজ্য সভাপতিকে স্বাগত জানিয়ে বিজেপির যুব মোর্চার স্পোর্টস সেলের তরফে বেশ কিছু পোস্টার, ব্যানার, ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছিল।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মর্মান্তিক, গোসাঁইগাঁওয়ে আগুনের লেলিহান শিখায় দগ্ধ দুই শিশু

গোসাঁইগাঁও (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : এক মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা গোসাঁইগাঁও মহকুমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। গোসাঁইগাঁওয়ের কচুগাঁও থানার গুরুফেলায় আগুনের লেলিঙান শিখায় দগ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে শৈশবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে দুই শিশু আর্শিনা কিস্কু (৪) এবং মণিরাম হেমব্রম (৫)।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ মঙ্গলবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত গোসাঁইগাঁওয়ের কচুগাঁও থানাধীন গুরুফেলা পুলিশ ফাঁড়ির নয়ানগর গ্রামে। বাড়িতে তখন কেউ ছিলেন না। সবাই যে যার কর্মক্ষেত্রে চলে গেছেন। তখন সমবয়সি অন্যদের সঙ্গে শুকনো পাটের স্তূপে লুকোচুরি খেলছিল আর্শিনা ও মণিরাম। তারা স্তূপের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। সে সময় কী করে পাটের স্তূপে অগ্নিসংযোগ হয়। চারদিক থেকে আগুন তাদের ঘিরে ধরে। আগুনের কবল থেকে বের হতে না পেরে আর্তচিৎকার জুড়ে দেয় তারা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আশেপাশে কোনও মানুষজন না থাকায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করে দুই শিশু।

তবে ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে কাজে নিয়োজিত জনাকয়েক শিশুদের আর্তচিৎকার শুনে দৌড়ে ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। মর্মান্তিক এই ঘটনার খবর চাউর হলে অঞ্চলের পাশাপাশি গোটা মহকুমায় শোক ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে খবর পেয়ে আসে কচুগাঁও থানার পুলিশ। তাঁরা দুটি শিশুর ঝলসানো মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য কোকরাঝাড় সিভিল হাসপাতালে পাঠান। ময়না তদন্ত শেষে বিকেলের দিকে আর্শিনা ও মণিরামের মরদেহ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

বরাকের নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ, উদাসীন রাজ্য সরকার, অভিযোগ বিডিএফ-এর

শিলচর (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বরাক উপত্যকার নিত্যযাত্রীদের নানা সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হলেয়েছে নবগঠিত রাজনৈতিক দল 'বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' (বিডিএফ)-এর পদাধিকারীরা। দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে আহূত এক সভায় বিডিএফ-এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক হৃষীকেশ দে এবং জয়দীপ ভট্টাচার্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, রাজ্য সরকারের বিমাত্রীসুলভ মনোভাবের মাশুল গুণতে হচ্ছে এই উপত্যকার নিত্যযাত্রীদের। তাঁরা বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে বন্ধ হয়েছিল বরাকের সমস্ত স্থানীয় বাস ও রেল পরিষেবা। জনগণও তা মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে স্থানীয় বাস পরিষেবা চালু হলেও এখন পর্যন্ত বন্ধ বরাক উপত্যকার তিন জেলার সংযোগকারী রেল পরিষেবা। তাঁদের বক্তব্য, সরকারি বা বেসরকারি বাসে যেভাবে গাদাগাদি করে যাত্রী পরিবহণ করা হচ্ছে, তাতে কতটা কোভিড প্রটোকল মানা হচ্ছে তা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। অথচ বাসের ক্ষেত্রে যেমন সরকার নির্বিকার, রেল পরিষেবার ক্ষেত্রে সেই কোভিড পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়েই চালানো হচ্ছে না স্থানীয় ট্রেন। কেউ যদি শিলচর থেকে আগরতলাগামী ট্রেনে ওঠে করিমগঞ্জ যেতে চান তবে তাঁকে আগরতলা পর্যন্ত যা ভাড়া তা-ই গুণতে হচ্ছে। বিডিএফ-এর পদাধিকারীরা আরও বলেন, কিছুদিন আগে একটি সংগঠনের আন্দোলনের জেরে শিলচর থেকে দুটি দূরপাল্লার ট্রেন চালু করা হয়েছে। রেলের স্থানীয় আধিকারিকরা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় তখন জানিয়েছিলেন, তাঁরা কোভিড প্রটোকল সম্পূর্ণ মেনে বরাকের তিন জেলার সংযোগকারী পরিষেবা চালু করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ না আসলে তাঁরা অপারগ। বিডিএফ কর্মকর্তাদের বক্তব্য, রেল পরিষেবায় যাঁরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন সে-সব গরিব, প্রান্তিক মানুষদের প্রতি এই সরকারের যদি সত্যিই দরদ থাকত তা-হলে ব্যাপারটা নিয়ে তাঁদের এভাবে কথা বলতে হত না। সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কবেই স্থানীয় রেল পরিষেবা চালু করত। হৃষীকেশ দে এবং জয়দীপ ভট্টাচার্য আরও বলেন, শিলচরে অনৈতিকভাবে বর্ধিত অটোভাড়া প্রসঙ্গে বার বার কথা বলার পরও এ-ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ স্থানীয় জেলা প্রশাসন। ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তারা বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে এমনিতেই অর্থনৈতিকভাবে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তার ওপর যাত্রীদের অতিরিক্ত ভাড়া বহনের পাশাপাশি মাত্রাতিরিক্ত যাত্রীর ঠেলায় নাভিশ্বাস ওঠছে।

পশ্চিমবঙ্গে আজ মহিলাদের মা সারদার রূপ ধারণ করার সময় হয়ে এসেছে : অগ্নিমিত্রা পাল

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে আজ মহিলাদের মা সারদার রূপ ধারণ করার সময় হয়ে এসেছে। মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতায় প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড সংলগ্ন লর্ডসের মোড়ে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' শীর্ষক এক সভায় এ কথা বলেন বিজেপি-র মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

তিনি বলেন, "আজ মা সারদার জন্মতিথি। মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে যা চাওয়া যায়, তাই মেলে। মা-কে তাই বলব, পশ্চিমবঙ্গে নারী, ছোট ছোট মেয়েরা খুব কষ্টে আছে। মা, ওদের এই কষ্ট থেকে মুক্ত করো। করোনা থেকে সারা পৃথিবীকে মুক্ত করো।

অগ্নিমিত্রা বলেন, "ভগিনী নিবেদিতা একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, মা এত শান্ত, ঠিক যেন একেবারে গঙ্গার জল। একবার তাঁর বাড়িতে এক দুষ্কৃতি ঢোকে। তখন তিনি ঠাকুরের পাশে গিয়ে মা কালীর মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠাকুরকে রক্ষা করার জন্য। তাই একই নারীর কখনও জলের মত শান্ত, তেমনই কখনও তাঁর মধ্যে ছিল মা-কালীর রূপ।"

অগ্নিমিত্রা বলেন, "রাজ্যে দিনে রাতে মহিলাদের ওপর অত্যাচার-ধর্ষণ হচ্ছে। আমরা অনেক দিন শান্ত হয়ে বসে আছি। একটার পর একটা অপরাধ হচ্ছে। এ রাজ্যে ছেলেমেয়েদের চাকরি নেই। ক্লাশ হয়না বলে পড়ুয়ারা স্কুলে যায়না। বয়স্ক মানুষদের চিকিৎসার অবস্থা ও ব্যবস্থা নেই। তাই আমাদের রক্ষা করো।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাকসার মটঙা নদী তীরে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

বাকসা (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এ ফের উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। এবার বিটিআর-এর অন্তর্গত বাকসা জেলার নাগ্রিজুলিতে মেসগুড়ি মটঙা নদীর তীরে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয়েছে একটি ৯ এমএম পিস্তল ও ১১ রাউন্ড সক্রিয় গুলি। কুমারিকাটা পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ নিলভজ্যোতি নাথ জানান, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে মটঙা নদীর তীরে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁরা। তিনি জানান, গত ২১ ডিসেম্বর রাতে মেসগুড়ি গ্রামের কৃষ্ণ দাস নামের জনৈক কৃষকের ঘরে দুর্বৃত্তের এক দল ঢুকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে তিনজনকে কুমারিকাটা পুলিশ আটক করে। আটক অভিযুক্তদের জেরা করে তদন্তসাপেক্ষে প্রথমে উদ্ধার হয়েছিল ৭.৫ এমএম পিস্তল ও তিন রাউন্ড তাজা গুলি। আজ দ্বিতীয় দফায় উদ্ধার হয়েছে ৯ এমএম পিস্তল সহ ১১ রাউন্ড সক্রিয় গুলি।

ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধন হল জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে

জলপাইগুড়ি,৫ জানুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উদ্বোধন হল ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের। এদিন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধন করেন রোগী ও কল্যান সমিতি চেয়ারম্যান তথা এসজেডিএ চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মণ এবং ওএসডি সুশান্ত রায় উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নঙ্কর। বিজয় চন্দ্র বর্মন বলেন, ২০ শয্যার সিসিইউ করা হবে সুপার হাসপাতালে। আজকে ১০ শয্যার সিসিইউ ইউনিট চালু করা হল। এর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় দু কোটি টাকা। এখন থেকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের রোগীদের সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর নন্দীগ্রাম সফর ১৮ জানুয়ারি

কলকাতা, ৫জানুয়ারি(হি. স.): সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১৮ জানুয়ারি নন্দীগ্রাম যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি মাসের ৭ তারিখে নন্দীগ্রামে গিয়ে তেখালিতে সভা করার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু সেখানকার বিধায়ক অখিল গিরির অসুস্থতার কারণে সেই সফর বাতিল হয়। পর ফের ১৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রাম যেতে পারেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। এদিকে, তারিখ ঘোষণা করার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর নন্দীগ্রাম সফর বাতিল হওয়া নিয়ে একের পর এক কটাক্ষ করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা অধুনা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেছেন, 'কেউ কেউ আসবে বলে পগারপার হয়ে যান, বলেন পরে যাব'। কিন্তু জেলা সভাপতি তথা পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, মমতা ৭ তারিখ না গেলেও দলীয় কর্মসূচি সেদিনই পালিত হবে। থাকবেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব তাড়াতাড়িই নন্দীগ্রাম যাবেন বলেও উল্লেখ করেছিলেন তিনি। সেই মতই এবার আবার ১৮ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে যাওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এবার নন্দীগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, শুভেন্দু তৃণমূল ছাড়ার পর এই প্রথমবার নন্দীগ্রামে মমতা। দলের 'বেসুরো'দের পাশাপাশি অধিকারীদের জন্য তাঁর আলাদা কোনও বার্তা থাকে কি না সেটাও দেখার। হিন্দুস্থান সমাচাব

প্রাথমিকে নতুন নিয়োগ, মামলাকারীদের নিয়োগে সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রাথমিকে নতুন নিয়োগ মামলায় মামলাকারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট।

উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০১১ ও ২০১৫ সালে টিচার এলিজিবিটি টেস্ট বা টেট হয়েছিল। টেটে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের ভেরিফিকেশনের জন্য ২০১৬ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। ওই তালিকাকে চ্যালেঞ্জ করে ২০১৯ সালে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। এবার এই প্রক্রিয়ায় মামলাকারীদের সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদনপত্র পূরণের সময় বাড়াল হাইকোর্ট। গত ১১ ডিসেম্বর উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া খারিজ করে কলকাতা হাই কোর্ট। প্যানেল থেকে শুরু করে মেধাতালিকা সবই বাতিল করে দেন হাই কোর্টের বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য। স্বজনপোষন ও দুর্নীতির অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল উচ্চ প্রাথমিকের পরীক্ষার্থীদের একাংশ। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জট কাটাতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনও। সেই প্রেক্ষিতেই ওই রায় দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

পতঞ্জলি যোগপীঠের স্থাপনা দিবস পালিত নিলামবাজারে

নিলামবাজার (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : পতঞ্জলি যোগপীঠের স্থাপনা দিবস উপলক্ষ্যে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দক্ষিণ করিমগঞ্জ পতঞ্জলি যুবা ভারত ব্লক কমিটিও স্থাপনা দিবস পালন করে। মঙ্গলবার নিলামবাজারের কাউদিঘিরপাড় আখড়ায় প্রায় ৫০ জন যোগ প্রশিক্ষক ও যোগ বিস্তারকদের উপস্থিতিতে সংস্থার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সৎসঙ্গ, যজ্ঞ, যোগ প্রশিক্ষণ ও স্বদেশী সংকল্প প্রসঙ্গে আলোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর দিন ব্যাপী ২৬ তম বর্ষপূর্তি সমারোহ উৎসব পালন করা হয়েছে আজ। করিমগঞ্জ জেলা যোগ প্রচারক সিদ্ধার্থ দাস, যুবা ভারত কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপ্র নাথ ছাড়াও এদিন এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কিষাণ মোর্চার সর্বভারতীয় নেতা নীলোৎপল দাস, বিজেপি নেত্রী পূর্ণিমা নাগ, যোগ বিস্তারক চন্দন নাথ, বকুল নাথ, পরাগ দাস, শৈলেশ্বর মিশ্র প্রমুখ। আজকের অনুষ্ঠানে যোগ প্রশিক্ষক মেরি নাথ, অমিতা নাথ এবং ধনঞ্জয় চক্রবর্তীদের নিয়ে নিলামবাজারে অতিসত্বর একটি যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এলাকার স্বার্থে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এভাবে দক্ষিণ করিমগঞ্জ পতঞ্জলি যুবা ভারত কমিটির পক্ষে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এই মরশুমে যোগ প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে বলে এদিনের সভায় জানিয়েছেন বক্তারা।

কংগ্রেস ছাড়া দেশকে বাঁচানো যাবে না বাংলাকে বাঁচানো যাবে না : অধীর চৌধুরী

বাঁকুড়া, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : কংগ্রেস ছাড়া দেশকে বাঁচানো যাবে না, বাংলা কে বাঁচানো যাবে না বলে মন্তব্য করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। মঙ্গলবার বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের ডাকে মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী একটি মহামিছিলে অংশ নেন। মিছিল শেষে এক জনসভায় ভাষন দিতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। বাঁকুড়া হিন্দুস্কুল ময়দান থেকে সেই মহামিছিলের পুরোভাগে ছিলেন অধীর বাবুসহ জেলা কংগ্রেস সভাপতি নীলমাধব গুপ্ত, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ চন্দ্র খাঁ, শ্রীমন্ত নন্দী, মহিলানেত্রী রাধারানী ব্যানার্জি। ধামসা, মাদল নিয়ে মিছিলে লোক হয়েছিল চোখে পড়ার মতো। যা কংগ্রেস নেতৃত্বকে অনেকটাই অক্সিজেন যোগাবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে। মিছিল শেষ হয় মাচানতলার এসপি মোড়ে। সেখানে জনসভায় অধীর চৌধুরী বিজেপি ও তৃণমূলের সমালোচনা করে বলেন, আমাদের রাজ্যে বিজেপি হল জলে কুমির আর তৃণমূল হল ডাঙায় বাঘ। রাজ্যের মানুষের এগোলেও মরন আর পিছোলেও মরন। একমাত্র কংগ্রেসই পারে রাজ্যেসুশাসন দিতে।দিদি যত প্রকল্প ঘোষনা করছেন যতই তৃণমূল দল থেকে নেতারা দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছেন। আর পালিয়ে যাওয়া লোকেরা দিদির কাছে হয়ে উঠছেন চোর-জোচ্চর, বিশ্বাসঘাতক, মীরজাফর। দিদিমনি নিজেই নিজেকে সান্তনা নিয়ে বলছেন, তোমরা কয়েকটা এমএলএ, মন্ত্রী কিনে নিতে পারো। কিন্তু তৃণমূল দলটাকে কিনতে পারবেনা। অধীর বাবু বলেন, এই দিদিই একদিন কংগ্রেস ভাঙ্গিয়ে তার দলে নিয়ে গিয়েছিলেন। যারা এখনও পকেটে কংগ্রেসের টিকিট নিয়ে বিধানসভায় ঢোকেন। দিদি তাদের তৃণমূলের টিকিট দিতে পারেননি। তিনি বলেন, সেদিন আমিও বলেছিলাম একদিন তোমারও এই হাল হবে। আজ তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

গত বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া থেকে কংগ্রেসের টিকিটের শম্পা দরিপা ও বিষ্ণুপুর থেকে তুষার ভট্টাচার্য্য বিধায়ক হয়েছিলেন। তারা এখন তৃণমূলে। তাদের উদ্দেশ্যে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, এরা হলেন চীনা পণ্য। তাই একজনের আয়ু ছিলো ৩ মাস অন্যজনের ৮ মাস। কিন্তু তাদের পকেটে এখনো কংগ্রেসের টিকিট। শম্পা ও তুষারকে এদিন ধিক্কার জানিয়ে তিনি বলেন, মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবেন না। হারিয়ে যাবেন জন মানস থেকে। অন্যদিকে মোদীর সমালোচনা করে তিনি বলেন, বাংলায় তার সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে বলছেন, আমরা ডবল ইঞ্জিনের গাড়ি আনতে চাই অর্থাৎ কেন্দ্রে বিজেপি, রাজ্যেও বিজেপি চাই। তিনি বলেন ২০০৪ সালে কেন্দ্রে তখন ইউপিএ সরকারের শাসন। সেইসময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। আমরা তো বলিনি ডবল ইঞ্জিন আনবো। কংগ্রেস হল গণতন্ত্রের পূজারী। আর আপনারা হলেন গণতন্ত্রবিরোধী সাম্প্রদায়িক একটা দল। এখন পাঁচটা ইঞ্জিন আনলেও বাংলায় কিছু করতে পারবেন না। শুভেন্দু দল ছাড়তেই অভিষেক বলছেন, ওটা তো তোলাবাজ। শুভেন্দু বলছেন, তোলাবাজ ভাইপো। বাংলার মানুষ জানতে চাইছেন আসল তোলাবাজ কে? তিনি মিডিয়াকেও দোষারোপ করে বলেন, কংগ্রেসের কাজের প্রচার করছেন না অথচ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিজেপিকে রাজ্যে দ্বিতীয় দল হিসেবে ঘোষণা করছেন। তিনি আগাম ঘোষণা করেন, বাংলায় কংগ্রেসের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আসছে।

আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ভাঙা মন্দির সারাই করতে হবে, নির্দেশ পাকিস্তানের শীর্ষ আদালতের

করাচি, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ভাঙা মন্দির সারাই করতে হবে। মঙ্গলবার এই মর্মে খাইবার পাখতুনওয়া সরকারকে নির্দেশ দিল পাকিস্তানের শীর্ষ আদালত।

গত ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তানের মর্মে খাইবার পাখতুনওয়ার কড়ক অঞ্চলের তেরি গ্রামে শ্রী পরমহংস জি-এর সমাধিস্থল ও সংলগ্ন কৃষ্ণদ্বার মন্দির ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল ক্ষিপ্ত জনতা। মন্দিরে হামলার ঘটনায় স্বতঃ প্রণোদিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি গুলজার আমেদ। তাঁর নির্দেশে মঙ্গলবার, ৫ জানুয়ারি মামলার শুনানি নির্ধারিত হয়। গত সপ্তাহে করাচিতে তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সাংসদ রমেশ কুমার। এ দিন খাইবার পাখতুনওয়া সরকার এবং আউকাফ দফতরকে অবিলম্বে তীর্থস্থান মেরামতির কাজ শুরু করার এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পাক সুপ্রিম কোর্ট। মেরামতির খরচ মন্দির ধ্বংসকারীদের থেকে নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে আদালত।

শুধু তাই নয়, পাকিস্তানে হিন্দু মন্দিরের সংখ্যা, আউকাফ দফতরের বেদখল হওয়া জমির পরিমাণ এবং তা রোধ করতে কর্তৃপক্ষ কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা সবিস্তারে জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব করেছে পাক আদালত।

ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের জমির স্বাধীনতার সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইতিহাস খতিয়ে দেখতে চেয়েছে পাকিস্তানের শীর্ষ আদালত। নথিতে কোনও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখবে আদালত। পাশাপাশি, পাক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মন্দিরের ভিতরে কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তির প্রবেশ রোধ করতে। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীর কড়া শাস্তির বিধানও দিয়েছে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের সব হিন্দু মন্দির আউকাফ দফতরের অধীনে পড়ে। এর আগে, কড়কে হিন্দু মন্দির ধ্বংস নিয়ে পাক সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দেয় এক সদস্যের সংখ্যালঘু অধিকার কমিটি। রিপোর্টটি তৈরি করেন প্রাক্তন পুলিশ প্রধান মহম্মদ শোয়েব সাড্ডল। রিপোর্টে মন্দিরে হামলা নিয়ে তদন্তের প্রস্তাব দেওয়া হয়। বলা হয়, কড়কে হিন্দু মন্দির ধ্বংসে মূল ইন্ধন দিয়েছিল প্রধান অভিযুক্ত মৌলবি শরিফ।

অসমে সরকারি মাদ্রাসা বিলুপ্তি : রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে স্মারকপত্র করিমগঞ্জ আমটা-র

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যে সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা বিলুপ্তিকরণে অসম সরকারের সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের উদ্যেশ্যে জেলাশাসকের মাধ্যমে মঙ্গলবার পৃথক পৃথক স্মারকপত্র প্রদান করেছে করিমগঞ্জ জেলা আমটা। স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, অসম সরকার শীতকালীন অধিবেশনে 'দ্য আসাম রিপিলিং বিল ২০২০'-এর মাধ্যমে রাজ্যের প্রাদেশিকৃত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানকে দখল করা এবং এই বিলের মাধ্যমে রা

” কোনও কৃতি সন্তান এই দলে থাকতে পারবেন না, লক্ষ্মীরতনের পদত্যাগে মন্তব্য জয়প্রকাশ মজুমদারের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি স): আর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। একুশের নির্বাচনের আগেই ফের তৃণমূলে ভাঙ্গন। শুভেন্দু অধিকারীর পর মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার কথা জানান রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্ল। আর তারপরেই ” কোনও কৃতি সন্তান এই দলে থাকতে পারবেন না” লক্ষ্মীরতন শুক্লর মন্ত্রিত্ব ত্যাগে নিয়ে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ বিজেপি নেতার জয়প্রকাশ মজুমদারের।

গত কয়েকদিন ধরেই দলের নানা অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্ল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগেই মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন লক্ষ্মীরতন শুক্ল। তবে এখনই বিধায়ক পদ ছেড়ে দিচ্ছেন না তিনি। ক্রিকেটের দুনিয়াতেই ফিরে যেতে চান বলে পদত্যাগপত্রে জানিয়েছেন তিনি।

লক্ষ্মীরতন শুক্লর পদত্যাগ নিয়ে জয়প্রকাশ মজুমদারকে প্রশ্ন করা হলে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা বলেন,” তিনি শুধু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছে তাই না তিনি সংগঠনের পদও ত্যাগ করেছেন। যাদের আদর্শ আছে, নীতি আছে, তাদের পক্ষে এই দলে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এই দলে শুধুমাত্র কাটমানি আর দাবিদাররাই থেকে যাবে। কোন কৃতি সন্তান এই দলে থাকতে পারবেন না। আরেকটা উইকেট পরল তৃণমূল কংগ্রেসের”। লক্ষ্মীরতন শুক্ল বিজেপিতে আসলে তাকে গ্রহণ করা হবে কিনা এই প্রশ্ন করা হলে জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন,” তিনি যদি বিজেপি আসতে চান তাহলে তাকে স্বাগত। মানুষের পাশে দাঁড়াতে যদি উনি বিজেপিতে আসেন অনেক স্বাগত আমাদের। বাংলার হয়ে কাজ করতে পারবেন উনি বিজেপিতে আসলে”। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার কথা জানান রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্ল। এদিন মন্ত্রিত্ব এবং হাওড়া তৃণমূল জেলা সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন ভারতীয় রঞ্জি দলের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার। কিছুদিন আগেই তৃণমূলের অন্দরে সাংগঠনিক রদবদল ঘটিয়ে অরূপ রায়কে সরিয়ে তার জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল লক্ষ্মীরতন শুক্লকে। দায়িত্ব বৃদ্ধি হওয়া মাত্রই দলের সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছিল সদ্য প্রাক্তন মন্ত্রীকে। তবে অরূপ রায় ও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতবিরোধের জেরে দলের অন্দরে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছিল তাঁর। সেই অসন্তোষের কথা আগেও জানিয়েছিলেন তিনি। পুরো বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে লিখে জানিয়েছেন রঞ্জি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। রাজনীতি থেকে অবসর নিতে চান বলেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে জানিয়েছেন তিনি। তবে মানুষের সেবা করতে চান সে কথা উল্লেখ করেছেন।

মন্দির ভাঙার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি. স.): দিল্লির বুকে চাঁদনী চকে সুপ্রাচীন হনুমান মন্দির ভাংচুরের ঘটনায় আপ সরকারের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো বজরঙ্গ দল এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। বিশ্বহিন্দু পরিষদের দিল্লি প্রান্তের প্রচার প্রসার প্রমুখ মহেন্দ্র রাওয়াত হিন্দুস্থান সমাচারকে জানিয়েছেন, বিক্ষোভরত ১৬ জন কার্যকর্তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রত্যেককে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পূর্ব কর্মসূচি অনুযায়ী বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল, মাতৃশক্তি, দুর্গা বাহিনী এবং অন্যান্য হিন্দু সংগঠনের কার্যকর্তারা দিল্লি সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে চাঁদনী চকে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মাঝ রাস্তাতে ব্যারিকেড বসিয়ে বিক্ষোভ থামিয়ে দেয় পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের পরে নিজেদের বাহনে বসিয়ে দুই কিলোমিটার দূরে ছেড়ে আসে পুলিশ। এর আগে সোমবার মন্দির ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বিশ্বহিন্দু পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল অলোক কুমারের নেতৃত্বে দিল্লির উপ-রাজ্যপাল অনিল বৈজালের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দিয়ে আসে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কদমতলায় বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৫ জানুয়ারি।। আজ নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে বিপুল পরিমাণ বিলাতী মদ আটক করলো উত্তর জেলার কদমতলা থানার পুলিশ। কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার সহ এসআই অপু দাস ও সহ বিশাল পুলিশ ও টিএস আর বাহিনী নিয়ে কদমতলা থানাধীন বজেন্দ্রনগর বাজার এলাকায় আজ এক নেশা বিরোধী অভিযান চালান। কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের কাছে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর তরফ থেকে অভিযোগ আসছিল বজেন্দ্র নগর বাজারের এক রেস্টুরেন্টের মালিক সুবিনয় দাস(সন্তোষ) রেস্টুরেন্টের আড়ালে এই বিলাতি মদ বিক্রির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আজ কদমতলা থানার পুলিশ যখন কদমতলা থানাধীন বজেন্দ্র নগর বাজার এলাকায় এই মদ বিরোধী অভিযান চালায় তখন পুলিশের আছ পেয়ে রেস্টুরেন্টের মালিক সুবিনয় দাস গাঁ ডাকা দেয়।পরে কদমতলা থানার পুলিশ সুবিনয় দাসের বাড়িতে গিয়ে এই মদ বিরোধী অভিযান চালায়। তবে বাড়ির মালিক পুলিশকে দেখে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই অভিযানে সুবিনয় দাসের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ মদ আটক করে কদমতলা থানার পুলিশ কদমতলা থানায় নিয়ে আসে। আগামী দিনে তাদের এধরনের মদ বিরোধী অভিযান আরো জারি থাকবে বলে জানালেন ওসি কৃষ্ণধন সরকার।

ভুয়ো খবর সনাক্ত করতে প্রেস ক্লাবে ওয়ার্কশপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। ভুয়ো খবর সনাক্ত করতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আগামী সোমবার তথা ১১ জানুয়ারি এক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। গুগল নিউজ ইনিশিয়েটিভের সহায়তায় দুপুর ১২টা থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে এই ওয়ার্কসপ। গুগল নিউজের তরফ থেকে এই ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হবে। এই ওয়ার্কশপে যোগ দিতে আগ্রহীদের আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

আক্রান্ত বিধায়ক রতন ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। বিধায়ক রতন ভৌমিক দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বিকাল ৪টা নাগাদ কাকরাবন শীলঘাটি এলাকায়। ত্রিপুরা তপশীল জাতি সমন্বয় সমিতির তরফ থেকে এই ঘটনার গভীর নিন্দা জানানো হয়েছে এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানানো হয়েছে।

আজ রাজ্যে আসছেন সোনকর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। আগামী তিনদিনের সফরে আসছেন বিজেপির রাজ্য প্রভারি বিনোদ সোনকর। তিন দিনের এই সফরে তিনি দলের গোমতী জেলা ও দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন মন্ডলের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করবেন। সেই সাথে রাজ্য কার্যালয়ে ইলেকশন কমিটির সাথেও বৈঠক করবে। বুধবার সকাল ১০.৩০টায় আগরতলায় পৌঁছবেন এবং ৮ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় তিনি রাজ্য ত্যাগ করবেন। তিনদিনের এই সফর মূলত আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখেই বলে মনে করা হচ্ছে।

সেরার থানার পুরস্কার আমবাসা থানাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীকে পুরস্কার দেওয়া হবে। যারা পুরস্কার পাবেন তারা হলেন পুলিশ ম্যান অব্ দ্য ইয়ার ২০২০- এসডিপিও চন্দন সাহা, বেস্ট ইনবেস্টটিগেটর অফিসার- মহিলা এসআই রামফাং মাউয়, বেস্ট টিএসআর ব্যাটেলিয়ান-১০ নং ব্যাটেলিয়ান, বেস্ট পুলিশ স্টেশন ফর বিট সিস্টেম- কাকরাবন থানা, বেস্ট ক্লারিকেল স্টাফ- জীবন মজুমদার, বিট সিস্টেমে সেরা জেলা- পশ্চিম জেলা, সেরা থানার পুরস্কার পাচ্ছে আমবাসা থানা।

লক্ষ্মীরতন শুক্লর মন্ত্রিত্ব ত্যাগকে স্বাগত মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৫জানুয়ারি(হি. স.): রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লার মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার বিষয়টি কে স্বাগত জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই তার ইস্তফা যাতে গৃহীত হয়েছে। তিনি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছে সুপারিশ পাঠাবেন বলেও এদিন জানান। এদিন নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কি যায় আসে লক্ষ্মী ভালো ছেলে পদত্যাগ করেছে ঠিক আছে। খেলার প্রয়োজনে রাজনীতি থেকে সরে যেতে চাই বলেছে'। তবে লক্ষ্মীরতন শুক্লার চিঠি পাওয়ার বিষয়টি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য জানিয়েছেন, 'চিঠিতে পদত্যাগের বিষয়ে কিছু লেখা নেই। বিধায়ক হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে। অন্যান্য জায়গা থেকে অব্যাহতি চেয়েছে। আমি চাই ও খেলাধুলা করুক। খেলাধুলা করার লোক ও, ভালোভাবে খেলাধুলা করুক এজন্য রাজ্যপালের কাছে চিঠিটা পাঠিয়েছি'।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে একের পর এক ধাক্কা লাগছে রাজ্যের শাসক দলের অন্দরে। শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন লক্ষ্মীরতন শুক্ল। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী কে চিঠি লিখে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার কথা জানালেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্ম ীরতন শুক্ল। এদিন মন্ত্রিত্ব এবং হাওড়া তৃণমূল জেলা সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন ভারতীয় রঞ্জি দলের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার।

ওকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করব, লক্ষ্মীরতন শুক্লর মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ নিয়ে মন্তব্য সৌগত

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি স): কিছুদিন আগেই তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এরই মাঝে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার কথা জানান রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্ল। নির্বাচনের আগেই তৃণমূলের লক্ষ্মীর পদ ত্যাগ প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন,”ওকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করব”। লক্ষ্মীরতন শুক্লার পদ ত্যাগ নিয়ে সৌগত রায় আরও বলেন, ”আমি খুব দুঃখিত। ও ক্রিকেটার, মন্ত্রী ও মানুষ হিসেবে খুব ভালো। ওর কি অসুবিধা তা তো ও আগে কখনও দলে বলেনি। মন্ত্রিত্ব ছেড়েছে, এখন পরবর্তী সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীই নেবেন। তবে আমরা ওকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করব। মুখ্যমন্ত্রী যেমন বলবেন, তেমন কাজ করব”। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই দলের নানা অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্ল।

হেপাজতে

● প্রথম পাতার পর

পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে মৃতদেহটি জিরানীয়ার বেলবাড়ি এলাকায় ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ এ হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এদিকে নিহতের পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনরা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বাজেট

● প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে মহামারীর জেরে দেশজুড়ে আর্থিক মন্দার সামনে দাঁড়িয়ে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। করোনা-উত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেবে এই বাজেট বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

খিলপাড়ায় ছিনতাইবাজদের খপ্পড়ে পড়লেন দুই মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জানুয়ারি।। প্রতিদিনের মতো প্রাত:ভ্রমণে বেরিয়ে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়লেন খিলপাড়া গ্যাস গোডাউন সংলগ্ন এলাকার দুই গৃহবধূ। ঘটনা আজ ভোরে উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুড়ি বৈষ্ণবীরচর রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়।

অপর্না দাস ও সুপ্রীতি দাস প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকাল ৫ টা ৫০মিনিট নাগাদ বৈষ্ণবীরচর রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সাথে সাথে কাঁকড়াবনের দিক থেকে আসা একটি মারুতি গাড়ি করে দুই দুষ্কৃতীকারি গাড়ি থেকে নেমে উক্ত মহিলাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে তাদের গলা ও হাতের স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ও ধস্তাধস্তি শুরু করে। শীতকালে গায়ে চাদর জড়ানো থাকায় স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নিতে না পারলেও ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে তাদের মোবাইলটি ছিনিয়ে নেয়। ভোর বেলা মোবাইলে ধর্মীয় ভক্তি সঙ্গীত শুনতে শুনতে প্রাত:ভ্রমণ করতে বের হতো এই দুই মহিলা। সাতসকালে দুষ্কৃতী দ্বারা মোবাইল ছিনতাইয়েরঘটনা জানাজানি হতেই উদয়পুর খিলপাড়া জামজুড়ি বৈষ্ণবীরচর এলাকায় কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। প্রাত:ভ্রমণে আসা নাগরিকদের কাছ থেকে দাবি উঠেছে সকাল বেলা নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য। কারন কয়েক দিন আগে উদয়পুর রে স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে তিন বন্ধুর কাছ থেকে বিকাল বেলা তিনটি মোবাইল জোড় করে ছিনিয়ে নেয় দুষ্কৃতীকারীর দল। কাকড়াবন থানার পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত করছে।

মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জানুয়ারি।। উদয়পুর মহাকুমার প্রশাসন এবং খাদ্য জনসংভরন ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় জামতলাস্থিত টাউন হলে।

জাতীয় ভোক্তা দিবস ২০২০ পালনের অঙ্গ হিসেবে উদয়পুর মহাকুমার প্রশাসন এবং খাদ্য জনসংভরন ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন মাতারবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী উদয়পুর মহাকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, প্রাক্তন পৌর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুজন সেন, টেপানিয়া ব্লকের চেয়ারম্যান ঝর্ণা রানী দাস, কাকরাবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুপ্রিয়া সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে সাধারন মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় থাকায় বক্তারা জাতীয় ভোক্তা দিবসের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

গন্ডাছড়ায় ব্যবসায়ীকে চাঁদার জন্য হুমকি জঙ্গিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৫ জানুয়ারি।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনের দিনক্ষন ঘোষনার আগেই একের পর এক অপহরন, জঙ্গীদের চাঁদার নোটিশ এবং হুমকি ফোন ঘিরে গোটা গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় নতুন করে আবারও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। জানাগেছে গত বেশ কয়েক দিন যাবৎ ধরে গন্ডাছড়া ষাট কার্ড এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী বিক্রম সাহার মোবাইল ফোনে মোটা অংঙ্কের টাকা চেয়ে একের পর ফোন আসছে। টাকা মিটিয়ে না দিলে এর পরিনাম মারাত্মক আকার ধারন করবে বলে ফোনে হুমকি দেয় জঙ্গি দলের সদস্যরা। যার পরিপ্রক্ষিতে গন্ডাছড়া থানার পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে। যার কেইস নম্বর ১/২০২১. থানার সেকেন্ড অফিসার জানিয়েছেন পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

গন্ডাছড়ায় কৃষকদের নিয়ে মত বিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৫ জানুয়ারি।। কৃষি ও কৃষক কল্যান দপ্তর গন্ডাছড়া মহকুমা উদ্যোগে কৃষক এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের নিয়ে মঙ্গলবার আন্তরিক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন গন্ডাছড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় উপসিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপসিত ছিলেন প্রাক্তন বঙ্ক পতিরাম ত্রিপুরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিকাশ চাকমা, আদিত্য সরকার, দরবাষা চাকমা, বিরেন ত্রিপুরা, মধু ত্রিপুরা ,গন্ডাছড়া মহকুমা কৃষি দপ্তরের আধিকারিক চন্দ্র কুমার রিয়াং, ধলাই জেলার কৃষি অধিকর্তা সহ দপ্তরের আধিকারিকগন। এই দিনের আন্তরিক মত বিনিময় সভায় গন্ডাছড়া মহকুমা ডুম্বুর নগর ব্লক এলাকার শত শত কৃষক অংশ গ্রহন করেন। অনুষ্টান শেষে কৃষকদের মধ্যে পাউয়ার টিলার,স্প্রে মিশিন প্রভৃতি কৃষি সামগ্রী বিতরন করা হয়।

১০৩২৩

● প্রথম পাতার পর

কমিটির এক সদস্য জানান জতক্ষন না পর্যন্ত তাদের চাকুরির স্থায়ী সমাধান হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা গনঅবস্থান অব্যাহত রাখবে। তবে মঙ্গলবার জয়েন্ট মোভমেন্ট কমিটির এক সভা হবে। সেই সভায় সিদ্ধান্ত হবে শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার বিষয়ে।

বার্ড ফ্লু

● প্রথম পাতার পর

কাকের মৃত্যু হচ্ছে। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ মিলিয়ে প্রায় ৩০০ কাকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এই ২ রাজ্যের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এলাকা নির্দিষ্ট করে সেখানে বার্ড ফ্লু আক্রান্ত চিহ্নিত করার কাজ করতে চেষ্টা করছে প্রশাসন।

হিমাচলপ্রদেশেও পরিস্থিতি ক্রমে কঠিন হয়েছে। পরিযায়ী পাখির মধ্যে বার্ড ফ্লু-র সংক্রমণ দেখা দিয়েছে, যার ফলে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৭০০ পরিযায়ী পাখির মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সেই পরিযায়ী পক্ষীকূলের মৃত্যু যে বার্ড ফ্লু-তেই হয়েছে, তা নিশ্চিত করেছে প্রশাসন। সে রাজ্যের বন দফতরের সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান অর্চনা শর্মা জানিয়েছেন, বরেলির ভারতীয় পশুপালন গবেষণা কেন্দ্রের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বার্ড ফ্লু-রয়েছে এই পাখিদের শরীরে। যদিও একেবারে নিশ্চিত হতে ভোপালে প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। খবর দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকেও।

অন্য দিকে, হিমাচলের কাংড়া জেলায় সংক্রমণ এড়াতে ইতিমধ্যেই মুরগি, মাছ, মুরগির ডিম বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। জেলার ৪টি সাবডিভিশনে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মরার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো করোনা সংক্রমণের মধ্যে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছে প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত ৪ রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, রোগ যে আরও ছড়িয়ে পড়বে না, তেমনও কোনও নিশ্চয়তা নেই।

হরিয়ানার পঞ্চকুলা জেলায় চালিত পোল্ট্রি ফার্মে চার লক্ষেরও বেশি মুরগির মৃত্যুর পর সরকার একটি সতর্কতা ও নির্দেশিকা জারি করেছে। হরিয়ানা সরকারের পশুপালন ও গবাদিপশু বিভাগ পরামর্শ দিয়েছে যে ভোক্তা হাঁস-মুরগি বা হাঁস-মুরগির পণ্যগুলি রান্না করে ভালভাবে খাওয়া উচিত।পশুপালন ও ডেইরিং বিভাগ গত দশ দিনে পঞ্চকুলা জেলার বরওয়ালা অঞ্চলের গ্রাম গড়ি কুটাহ এবং গ্রামে তথ্য পেয়েছে। জললির নিকটে ২০ টি পোল্ট্রি ফার্মে গত দশ দিনে প্রায় চার লক্ষ মুরগি মারা গেছে। সেখান থেকে নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং আঞ্চলিক ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে (আরডিডিএল) জলন্ধরকে পাঠানো হয়েছিল যেখান থেকে এখনও এই প্রতিবেদনটির অপেক্ষায় রয়েছে। যাইহোক, বর্তমানে আরডিডিএল টিমও মুরগির নমুনা নেওয়ার জন্য বারওয়ালা অঞ্চলে পৌঁছেছে। এখনও কোনও নিশ্চিত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নেই।

পাচার

● প্রথম পাতার পর

লগ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের বনদপরের কর্মকর্তারা সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে জয়শ্রী মালাকার বস্তি এলাকায়

আপাতত আর স্টেন্ট নয় দু'তিন দিনে ছুটি সৌরভের

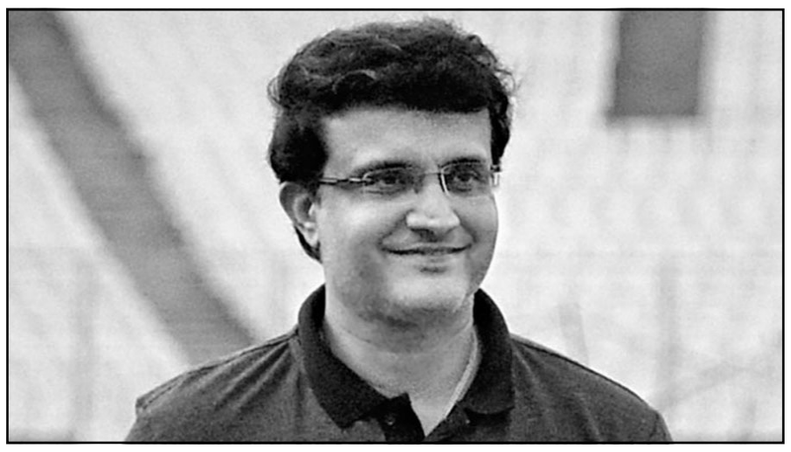

কলকাতা।। হাসপাতাল থেকে আগামী বুধবারের মধ্যেই ছুটি দেওয়া হতে পারে ভারতীয় ক্রিকে কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতি অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গালীকে। বাড়িতে ফিরলেও আপাতত তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেই থাকবেন। তার পর আরও দু'টি স্টেন্ট বসানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ৯ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড। সোমবার বোর্ড সচিব জয় শাহ সৌরভকে দেখতে আসেন। এসেছিলেন বোর্ডের প্রাক্তন প্রধান এবং বিজেপির আর এক শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী অনুরাগের বড় ভূমিকাও ছিল বলে খবর। সোমবার মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে ভিডিয়ো বৈঠকে ছিলেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেট্টি-সহ দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা। হার্টের বাইপাস সার্জারির আপাতত প্রয়োজন নেই বলে মতামত দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। সৌরভ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর, তাঁর হৃদযন্ত্রের একটি ধমনীর 'ব্লক' নিয়ে চিন্তিত ছিলেন চিকিৎসকেরা। স্টেন্ট বসিয়ে সেই 'বিপদ' আপাতত এড়ানো গেল। এ দিন বৈঠকের পর চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সৌরভ আপতাত সুস্থ রয়েছে। তাঁকে বুধবার ছুটি দিয়ে দেওয়া হতে পারে। আপাতত তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। আগামী কাল তাঁকে দেখতে আসছেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেট্টি। এ দিন সকালে তাঁর ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষার রিপোর্ট সন্তোষজনক ছিল।

রক্তচাপ ও নাড়ির গতি স্বাভাবিক রয়েছে। সৌরভের হৃৎপিণ্ডের ৩টি ধমনীতে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করতে হবে কি না, এফএফআর পরীক্ষা করে দেখা হবে। তার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আরও দু'টি স্টেন্ট বসানোর বিষয়ে।

সপ্তাহ দুয়েক তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হতে পারে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পারফিউশন স্ক্যান করে দেখা হবে, ধমনীর ব্লক হৃদপিণ্ডের পেশিকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। হৃদরোগ চিকিৎসক সরোজ মণ্ডলর নেতৃত্বে সৌরভের চিকিৎসা চলছে। এ দিন বৈঠকে ভিডিয়ো কনফারেন্সে ছিলেন কার্ডিয়োথোরাসিক সার্জন রমাকান্ত পাণ্ডা। নিউইয়র্ক থেকেও ছিলেন এক চিকিৎসক। ইন্টারভেনশনাল কার্ডিয়োলজিস্ট অশোক শেঠের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকেরা। মেডিকেল বোর্ডে সৌতিক পান্ডা ছাড়াও আছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ সরোজ মণ্ডল, আফতাব খান, এসবি রায়, কার্ডিয়োথোরাসিক সার্জন ভবতোষ বিশ্বাস, কার্ডিয়াক অ্যানাস্থেটিস্ট পলাশ কুমার ও আশিস পাত্র।

নিজেদের সুযোগ নষ্টের মিশেলে ঘাম ছুটে গেল বার্সেলোনার

বার্সেলোনা।। যেকোনো মূল্যে যেন ঘর সামলানোর পণ করেছিল ওয়েস্কা। প্রতিপক্ষের পুরোপুরি রক্ষণাত্মক কৌশল, সঙ্গে নিজেদের সুযোগ নষ্টের মিশেলে ঘাম ছুটে গেল বার্সেলোনার। তারপরও স্বস্তি, কষ্টে হলেও বছরের শুরুটা তো জয় দিয়ে হলো! লা লিগায় পয়েন্ট তালিকার তলানির দলটির মাঠে ১-০ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে একমাত্র গোলটি করে ফ্রেংকি ডি ইয়ং। দিনের অন্য ম্যাচে আলাভেসের মাঠে ২-১ গোলে জিতে শীর্ষে ফিরেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ১৫ ম্যাচে ১২ জয় ও দুই ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৩৮। দুইয়ে নেমে যাওয়া রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট। ৩৬। দুটি ম্যাচ বেশি খেলেছে তারা। ১৮ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে রিয়াল সোসিয়েদাদ। ১৭ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে আছ ভিয়ারিয়াল। এদিকে, দুঃস্বপ্নের হার ভুলে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর হাত ধরে নতুন বছরের শুরুটা দারুণ হলো জুভেন্টাসের। গোল গোলে জিতেছে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। জোড়া গোল করেন রোনালদো। একবার এক জালের দেখা পান ফেদেরিকো চিয়েসা ও পাওলো দিবালা। বড়দিনের ছুটির আগে গত রাউন্ডে ফিওরেন্তিনার বিপক্ষে ৩-০ গোলে হেরেছিল জুভেন্টাস, চলতি আসরে যা ছিল তাদের প্রথম হার। ১৪ ম্যাচে সাত জয় ও ছয় ড্রয়ে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠেছে ইউভেন্তুস। সমান ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৪তম স্থানে উদিনেজে। বেনেভেন্তোর মাঠে ২-০ গোলে জেতা এসি মিলান ১৫ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। লাউতারো মার্তিনেসের হ্যাটট্রিকে ক্রোতোনেকে ৬-২ গোলে হারানো ইন্টার মিলান এক পয়েন্ট কম নিয়ে আছে দুই নম্বরে। ৩০ পয়েন্ট নিয়ে রোমা তিনে, ২৮ পয়েন্ট নিয়ে নাপোলি চাপে আছে। নাপোলি এক ম্যাচ কম খেলেছে। করোনা ভাইরাসে জেরবার দল নিয়েও ম্যানচেস্টার সিটি নিজেদের মেলে ধরল দারুণভাবে। প্রথমার্ধে ১৬ মিনিটের মধ্যে তিন গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া পেপ গুয়ার্দিওলার দল বিরতির পরও ধরে রাখল আধিপত্য। দাপুটে পাকরফরম্যান্সে চেলসিকে তাদেরই মাঠে উড়িয়ে নতুন বছরে দুর্দান্ত শুরু করল তারা। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে সিটি। তাদের হয়ে একটি করে গোল করেন ইলকাই গিনদোয়ান, ফিল ফোডেন ও কেভিন ডে ব্রুইনে। চেলসির একমাত্র গোলদাতা ক্যালাম হাডসন-ওডোই। লিগে চেলসির মাঠে টানা দুই হারের পর জয়ের স্বাদ পেল সিটি। আসরে প্রথমবারের মতো তারা জিতল টানা তিন ম্যাচ। ১৫ ম্যাচে আট জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে সিটি। ১৬ ম্যাচে সিটির সমান পয়েন্ট নিয়ে টটেনহ্যাম হটস্পার চারে ও এভারটন ছয়ে আছে। ১৭ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে আটে চেলসি। নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারানো লেস্টার সিটি ১৭ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে। এক ম্যাচ কম খেলে ৩৩ পয়েন্ট করে নিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দুইয়ে ও শিরোপাধারী লিভারপুল আছে শীর্ষে।

বার্সেলোনার ৭৫০ ম্যাচ

বার্সেলোনা।। ক্যারিয়ার জুড়ে অনন্য সব কীর্তি গড়া লিওনেল মেসি একই দিনে স্পর্শ করলেন দারুণ দুটি মাইলফলক। লা লিগায় ৫০০ ও সব প্রতিযোগিতা মিলে বার্সেলোনার হয়ে ৭৫০ ম্যাচ খেলার অসামান্য কীর্তি গড়েছেন তিনি। স্পেনের শীর্ষ লিগে ওয়েস্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এই মাইলফলকে পা রাখেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচটিতে ফ্রেংকি ডি ইয়ংয়ের করা জয়সূচক গোলে অবদান রাখেন মেসি। কাতালান দলটির হয়ে লিগে তার চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন কেবল চাভি এরনান্দেস, ৫০৫টি।

করোনার হার বেড়ে গেলেও সিডনিতে তৃতীয় টেস্টে থাকবেন ২৫ শতাংশ দর্শক

সিডনি।। করোনা-প্রকোপ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দর্শকদের প্রবেশে বাধা থাকছে না। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ঠিক করেছে, প্রাথমিক ভাবে ২৫ শতাংশ দর্শককে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। সোমবার এমনটাই জানানো হয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে এর আগে সিডনিতে একদিনের সিরিজের দুটি ম্যাচ এবং একটি টি-২০'র ম্যাচ খেলেছিল ভারত। তখন দর্শকদের প্রবেশে সে ভাবে বাধা দেওয়া হয়নি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে করোনার হার বেড়ে যাওয়ায় কড়া হয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার। আগে যা টিকিট বিক্রি হয়েছিল, তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। নিউ সাউথ ওয়েলস সরকারের নতুন নির্দেশ মেনে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। সে কারণেই দর্শকদের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত। তবে যাঁরা আগে টিকিট কেঁটেছেন, পরের বার টিকিট বিক্রির সময় তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে সিডনির উইকেট গোটা অস্ট্রেলিয়ায় সবথেকে বেশি স্পিন-সহায়ক। ফলে রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়ে সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে ভারত।

ব্রিসবেনেই শততম টেস্ট ম্যাচে নামবেন, লায়ন

ব্রিসবেন।। ব্রিসবেনে চতুর্থ টেস্ট হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।ভারত ইতিমধ্যেই কোয়ারেন্টাইন পর্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার এই স্পিনার নেথান লায়ন মনে করেন, গাব্বাতে নির্ধারিত দিনেই খেলা হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে গাব্বাতেই শততম টেস্ট ম্যাচ খেলবেন লায়ন। আপাতত ৯৮টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। সিডনিতে ৯৯তম টেস্ট খেলবেন। ব্রিসবেনে হতে শততম টেস্ট। তার আগে লায়ন বলেছেন, "আমার কাছে কোনও প্ল্যান বি নেই। গাব্বাতে খেলার জন্যেই প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত গাব্বাতেই ম্যাচ হবে। জানি দুটো দলই গত ছ'মাস ধরে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে। কিন্তু খেলাটার জন্যে এটুকু আত্মত্যাগ তো করতেই হবে।" তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে ফিরছেন তারকা ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা। স্পিনারদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় এই ব্যাটসম্যানকে নিয়ে লায়ন বলেছেন, "রোহিত যে বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তা নিয়ে সন্দেহ নেই। বোলারদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসি। রোহিতের জন্য আমাদের পরিকল্পনা তৈরি থাকবে। আশা করি ওকে দ্রুত ফেরাতে পারব।" উল্লেখ্য, আগামী দু'টেস্টের জন্য ভারতের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে রোহিতকে। তবে রোহিতের অর্ন্তভুক্তি অস্ট্রেলিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জের হবে বলে মনে করেন তিনি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 23/EE/ PWD(R&B)/STB/2020-21 dated: 29-12-2020

The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 18-01-2021** for the following work:, "Pfickage No:- 09 1. Brick soled roads to be converted to all weather road by paver blocks/Mahadebkum road to Kalacherra (Padmadhepa) under Special Assistance to States for Capital Expenditure in 2020-21." Estimated Cost:- **Rs. 4,41,57,895.00,** Earnest money:- **Rs. 4,41,579.00,** Time for Completion:- **12 (twelve)** months.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura.

(Er. Tapas Marak)
Executive Engineer,
Santirbazar Division, PWD(R&B)
Santirbazar, South Tripura

ICA-C-2670/21

Dated, Udaipur, the 4th January, 2021

NOTICE INVITING SHORT TENDER

Sealed quotations in envelope in respect of tender are invited by the undersigned from the authorised Dealers/Agencies/ Distributors/Co-Operative Societies having valid license for supply Ration & other Misc, etc articles for District Jail Udaipur. List of items of group A, B ,C articles and also Terms and Conditions will have to be collected from the office of the under signed from 10 AM to 5 PM on any Government working day. Tender with D call for Rs.5,000 /- (Rupees five thousand) for each group of items in favoar of the Superintendent, District Jail, Udaipur at any nationalised Bank in the State as security money shall have to be reached or dropped in the tender box placed in the District Jail, Udaipur on or before 25/ 01/2021 up to 4 P.M. All the tenders shall be opened on 25/01/ 2021 in presence of tenderer(s) if possible.

Sd/- Illegible
Superintendent,
District Jail Udaipur
Gomati District

ICA-C-2677/21

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আসন্ন পৌষ সংক্রান্তি মেলা, ২০২১ইং উপলক্ষ্যে তীর্থমুখ মেলা প্রাঙ্গনে দোকান ভিটির জন্য আগামী ৮ই জানুয়ারি, ২০২১ ইং (শুক্রবার) তারিখে করবুক মহকুমা শাসক কার্যালয়ে সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৩টার মধ্যে দরখাস্ত জমা দেওয়ার জন্য দিন তারিখ ধার্য্য করা হইয়াছে এবং আগামী ১০ই জানুয়ারি, ২০২১ ইং (রবিবার) তারিখে করবুক মহকুমা শাসক কার্যালয়ে ১১টা হইতে বিকাল ৩টার মধ্যে দোকানভিটি বিলি করা হইবে। দোকানভিটি নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে নিম্নলিখিত নিয়মাবলি অনুসরণ করিয়া আবেদন করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

১) এই বছরের মেলায় শুধুমাত্র নিম্নলিখিত প্রকারের দোকান সমূহকেই ভিটি প্রদান করা হইবে।
যেমন- (ক) হোটেল (খ) পূজার সামগ্রী বা বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান (গ) মুদির দোকান (ঘ) মিষ্টির দোকান (ঙ) পাটি -মাদুরের দোকান (চ) শীতের কাপড় এবং কম্বলের দোকান (ছ) কাঁশপিতলের দোকান (জ) ড্রাই ফিস/সিদলের দোকান (ঝ) ফলের দোকান (ঞ) কাঁচা শাক-সবজির দোকান (ট) মাছ-মাংসের দোকান।
২) **"First Come First Serve"** এর ভিত্তিতে ভিটি বন্টন করা হইবে।
৩) প্রত্যেক আবেদনকারী সাদা কাগজে স্পষ্টভাবে দোকানের নাম উল্লেখ করিয়া সঙ্গে দোকানের লাইসেন্স ও আধার কার্ড-এর প্রত্যয়িত কপি জমা দিতে হইবে।
৪) একজন আবেদনকারীকে কেবলমাত্র একটি ভিটি দেওয়া হইবে।
৫) উপরে উল্লেখিত নিয়মাবলী না মানিলে তাৎক্ষণিক বা সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত বাতিল বলে গণ্য হইবে।
৬) এই বছরের পৌষ সংক্রান্তি (তীর্থমুখ) মেলার সময়সীমা ১৩ই জানুয়ারি হইতে ১৪ই জানুয়ারি দুপুর ১টা পর্যন্ত ধার্য্য করা হইয়াছে।
৭) এই বছর কোভিড-১৯ অতিমারীর আইন ও নিয়মাবলী মানিয়া পৌষ সংক্রান্তি মেলা অনুষ্ঠিত হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
কনভেনার,
(মহকুমা শাসক)
করবুক, গোমতী ডিস্ট্রিক্ট
তীথমুখ মেলা কমিটি

ICA/D/1196/21

MEMO

Directorate of Small Savings, Group Insurance & Institutional Finance is going to organise awareness programme through webinar scheduled to be held from 7th January, 2021 at 4.00 PM to 15th January, *2021 as below-*

Sl.No.	Webinar Topic	Date & Time	Link for Webinar
1	2	3	4
1	Small Savings Scheme & Micro Finance Institutions.	07.01.2021 at 4.00 PM	meet.google.com / vdo-jiwz-sgv
2	Group Insurance Scheme & Other Insurance Scheme.	08.01.2021 at 4.00 PM	
3	TULM	11.01.2021 at 4.00 PM	
4	Mudra, PMEGP & Swabalamban Schemes	12.01.2021 at 4.00 PM	
5	KCC, SHGs & Other Govt. sponsored scheme.	13.01.2021 at 4.00 PM	
6	TULM	14.01.2021 at 4.00 PM	
7	Issuance of SAS & MPKBY License	15.01.2021 at 4.00 PM	

All concerned are cordially requested to attend the said webinar through aforesaid link.

Sd/- (Dr. Vishal Kumar, IAS)
Director,
Institutional Finance

ICA-D-1190/21

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সোনামুড়ায় সীমান্তে বাড়ছে চুরির ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। রাজের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে গরু চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সোনামুড় মহকুমার যাত্রাপুর থানা এলাকার উত্তর মহেশপুরের স্কুল টিলায় দুটি বাড়িতে গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে।চোরের দল পরপর দুটি বাড়িতে ঢুকে দুই পরিবারের চারটি গরু নিয়ে গেছে। রাতে অবশ্য সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজন বিষয়টি টের পাননি। মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা লক্ষ্য করেন গোয়াল ঘরে গরু নেই। সঙ্গে সঙ্গে তারা বিষয়টি পাড়া-প্রতিবেশীদের জানান। খবর দেওয়া হয় যাত্রাপুর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশ উত্তর মহেশপুর গাওসভার স্কুলটিলা এলাকায় ছুটে আসে। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে দুটি বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া চারটি গরু এখনো উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বাংলাদেশ চোরের দল এই চুরির ঘটনায় জড়িত রয়েছে।রাতে সীমান্ত ডিঙিয়ে এসে গরু চুরি করে তারা পুনরায় গরু গুলি দিয়ে সীমান্ত ডিঙিয়ে বাংলাদেশের চলে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সীমান্ত গ্রামে বসবাসকারী জনগণের অভিযোগ সীমান্তে বিএসএফের টহল থাকলেও তা নামকা ওয়াস্তে রয়েছে। বিএসএফের টহলদারীতে দুর্বলতা থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়েই বাংলাদেশি চোরের দল সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে এসে প্রতিনিয়ত এ ধরনের চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে বলে অভিযোগ।সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বিএসএফের টহলদারি বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। বিএসএফ টহলদারি না বাড়ালে রাত জেগে পাহারা দিয়েও গ্রামবাসীরা তাদের গবাদিপশু সহ অন্যান্য সম্পদ রক্ষা করতে পারবেন না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের সিংহভাগই গরিব অংশের মানুষ। চাষাবাদ করে তারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। চাষাবাদের জন্য গরু তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।স্বাভাবিক কারণেই তাদের গরু গুলি চুরি করে নিয়ে গেলে তারা অসহায় হয়ে পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যে যাদের গরু চুরি হয়েছে সেসব কৃষক পরিবার রীতিমতো সর্বস্বান্ত।

মা সারদা দেবী জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। ছবি-নিজস্ব।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল লরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। গত গভীররাতে ওএনজিসির একটি ভাড়া করা লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিশালগড় এর রাস্তার মাথা এলাকায় একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বাড়ির মালিকের নাম সুমন নাগ।জানা যায় লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়ির বাউন্ডারি ওয়াল ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে যায় এবং একটি বসতঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার সময় বাড়ির মালিক সুমন নাগ ও অন্যান্যরা ঘুমিয়ে ছিলেন। বিকট আওয়াজ শুনে পরিবারের লোকজন ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। ঘুম থেকে উঠে তারা লক্ষ্য করেন একটি লরি বাউন্ডারি ওয়াল বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছে এবং বাড়ির একটি ঘরে লরিটি অবস্থান করছে। ঘরটিও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে লোক থাকলেও অল্পেতে প্রাণে বেঁচে আছে বলে জানা যায়।এদিকে স্থানীয় লোকজনরাও বিকট আওয়াজ শুনে ঘুম থেকে উঠে ওই বাড়িতে ছুটে আসেন। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।বাড়ির মালিক সুমন নাগ জানিয়েছেন বাউন্ডারি ওয়াল ভেঙ্গে ভেতরে একটি বসত ঘরে ঢুকে পড়ায় বাউন্ডারি ওয়াল এবং বসতঘরে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তিন লক্ষাধিক টাকা বলে তিনি দাবি করেছেন। তিনি আরো জানান গাড়িটি ওএনজিসি এর ভাড়া করা। গাড়িটি রাতে আগরতলা থেকে কোনাবন এর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। গাড়ির চালক আকণ্ঠ মদ্যপান করে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।সে কারণেই গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা যায়। বাড়ির মালিক সুমন নাগ ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

লক্ষ্মীরতন শুক্লার পদত্যাগ প্রসঙ্গে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : "রোজই দিদির উইকেট পড়ছে।" মঙ্গলবারই বিধায়ক বাদে বাকি সমস্ত পদ ছাড়লেন মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা। মন্ত্রী তথা হাওড়া শহরের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতির এই পদত্যাগ প্রসঙ্গে শাসকদলকে এভাবে একহাত নিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি। ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তিনি বলেন, "দিদিমণির দলে ভাঙন ধরেছে। একের পর এক উইকেট পড়ছে। এখন কারও ফোন ধরতেও ভয় পাচ্ছেন উনি। যারা সকালে দিদিমণির সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করছেন, ফিরে দুপুরেই দল ছাড়ছেন।" সাধারণের ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়াকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেন দিলীপ।

সম্প্রতি তৃণমূল সাংসদ সুনীল মণ্ডল বিজেপি-তে এসেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর বাড়িতে বৈঠক ও মধ্যাহ্নভোজ সেরে দিলীপবাবু রওনা হন বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের কুড়মুনের উদ্দেশ্যে। সেখানে একটি জনসভায় যোগ দেন মেদিনীপুরের সাংসদ। ওই সভা থেকেই লক্ষ্মীরতন শুক্লার পদত্যাগ থেকে শুরু করে রেশন-আমফান 'দুর্নীতি', সমস্ত ইস্যুতেই মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলকে একহাত নেন দিলীপবাবু। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জিরানীয়ার শিশু নিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। জিরানীয়ার শিশু নিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।শিশু নিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন বিদ্যালয়ের থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ কৃতীদের সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন।জিরানিয়া এলাকার অন্যতম স্বনামধন্য স্কুল শিশু নিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এলাকার বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, বিদ্যালয়টির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।তিনি বলেন শিশু নিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রতিবছরই রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে অন্যতম বিদ্যালয় হিসেবে স্থান করে নিচ্ছে। কৃতি তালিকাতেও বিদ্যালয়টির সুনাম রয়েছে।এই কৃতিত্বের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদেরকেও ভুয়সি প্রশংসা করেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী।তিনি বলেন সম্মিলিত প্রয়াসের ফল এই শিশু নিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সুনাম অক্ষুণ রাখতে সক্ষম হচ্ছে।এই সুনামের ধারা যাতে অব্যাহত রাখা যায় সেজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন নানা সমস্যা থাকলেও কৃতীদের মেধার বিকাশকে কোনভবেই আটকে রাখা যায় না।মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জিরানিয়া অবস্থিত শিশু নিকেতন বিদ্যালয়টি এর নজির বহন করে চলেছে।কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সম্মাননা তুলে দিয়ে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী বলেন তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। কৃতিরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। অগ্রযোদের পথ অনুসরণ করতে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক শ্রী চৌধুরী।

করোনা থেকে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি. স.): করোনা থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত। নিজের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন তিনি। নিজের আইসোলেশন পিরিওড পুরোপুরি সম্পন্ন করার পর দিল্লিতে অবস্থিত বাসভবনে ফিরে এসেছেন তিনি।সেখানে স্বাভাবিক কাজকর্ম করছেন মুখ্যমন্ত্রী। গতবছর ১৮ ডিসেম্বর করোনায় আক্রান্ত হন ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত। তারপর থেকেই আইসোলেশনে ছিলেন তিনি। তার স্ত্রী ও এক কন্যা করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেককেই হোম আইসোলেশন এ রাখা হয়েছিল। ২১ ডিসেম্বর রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৬ ডিসেম্বর হঠাৎ জ্বর বেড়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর। তার ফুসফুসে সংক্রমণ বেড়ে যায়। ডা: এস এন বিস্টের পরামর্শে মুখ্যমন্ত্রীকে দেরাদুনের দুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কাকে দিল্লির এইমস স্থানান্তর করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী ও কন্যাকেও দিল্লির এইমস হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এইমসের চিকিৎসার পর ২ জানুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। দিল্লিতে নিজের বাসভবনে ফিরে আইসোলেশনে থাকেন তিনি। মঙ্গলবার থেকে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন।

স্বস্তি পেল কেন্দ্র, সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পে গ্রিন সিগন্যাল সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): স্বস্তি পেল কেন্দ্রীয় সরকার। সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনায় গ্রিন-সিগন্যাল দিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার 'সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রজেক্ট' নিয়েছে। যেখানে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নতুন করে তৈরি হবে সংসদীয় কার্যালয়। তার একটি অংশ নতুন সংসদ ভবনের নির্মাণ। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি খানউইলকরের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ ২-১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রজেক্টকে ছাড়পত্র দিয়েছে। এদিন বিচারপতি খানউইলকর, তাঁর ও বিচারপতি মহেশ্বরীর লেখা সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়টি পড়ে শোনান। অন্যদিকে পৃথক রায় পড়ে শোনান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না।

সুপ্রিম কোর্ট রায়ে জানিয়েছে, কেন্দ্র যে অধিকার ব্যবহার করেছে সেটা যথার্থ ও সঠিক। জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বদলগুলি করা হয়েছে সেটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপত্তি নেই। পরিবেশ রক্ষার্থে তৈরী কমিটির সুপারিশও যথার্থ বলে মনে করে আদালত। এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্মগ টাওয়ার তৈরী করতে হবে এই প্রকল্পের আওতায়। নির্মাণকাজের সময় ব্যবহার করতে হবে অ্যান্টি স্মগ গান। ভবিষ্যতে এরকম কোনও প্রকল্প হলে পরিবেশমন্ত্রককে অনুরূপ নির্দেশ জারি করতে হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত পরিষ্কার করে জানিয়েছে, পরিবেশ মন্ত্রকের দ্বারা পরিবেশগত ছাড়পত্রের সুপারিশ ন্যায়সঙ্গত, বৈধ এবং যথাযথ এবং আমরা তা সমর্থন করি।

এদিনের রায়ের পর সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনায় কাজ শুরুতে আর কোনও বাধা থাকল না। এদিন বিচারপতি খানউইলকর বলেন, ডিডিএ আইনের অধীনে সরকার যথার্থ ভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। সেই কারণে এই সংক্রান্ত নোটিফিকেশন বহাল থাকবে বলে তিনি জানান। নিজের পৃথক রায়ে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, জমি কী জন্য ব্যবহার হবে, সেই সংক্রান্ত যে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র সেটি তিনি বেআইনি বলে মনে করেন।

ভারতে মোট সুস্থতা ৯৯.৭৫-লক্ষের বেশি, মৃত্যু বেড়ে ১,৪৯,৮৫০

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ এবার হয়তো ধীরে ধীরে কমছে ভারতে। গত কয়েকদিন ধরে ভারতে দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ নিম্নমুখী। সংক্রমণ কমার পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯ হাজারের বেশি করোনা-রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন, মৃত্যুর সংখ্যাও কমছে। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৯৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৫৮ জন। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬,৩৭৫ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৩,৫৬,৮৪৫-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ২০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২৯,০৯১ জন। ২০১ বেড়ে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪৯,৮৫০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯,০৯১ জন সুস্থ হওয়ার পর ভারতে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯৯,৭৫,৯৫৮ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৩১ হাজার ০৩৬ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে এক ধাক্কায় কমেছে ১২,৯১৭ জন।

গণতন্ত্র দিবসের দিন ভারতে আসবেন না বরিস জনসন

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি. স.): পূর্ব নির্ধারিত সূচি থাকলেও ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসের দিন প্রধান অতিথি হিসেবে ভারতে আসবেন না ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফোনে কথা বলে এ কথা জানিয়েছেন বরিস জনসন। গণতন্ত্র দিবসের দিন উপস্থিত না থাকার জন্য শোক প্রকাশ করেছেন তিনি।

ফোনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানান সোমবার থেকে ঘোষিত লকডাউন শুরু হয়েছে। তার সঙ্গে করোনার নতুন স্ট্রেন দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই কারণে তাঁর ব্রিটেনে থাকাটা একান্তভাবে জরুরী। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে দেশ ছেড়ে বেরোনো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানান তিনি। ফোনে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতের গণতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকার কথা ছিল বরিস জনসনের। হিন্দুস্থান সমাচার

মা সারদা দেবীর আবির্ভাব তিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। মা সারদা দেবীর ১৬৮ তম আবির্ভাব তিথি মঙ্গলবার রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনে বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়।অন্যান্য বছর মা সারদা দেবীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে নানা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে বড় ধরনের কোনো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। সংক্ষিপ্ত ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনে মা সারদা দেবীর আবির্ভাব তিথি পালন করা হয়।সারদা দেবীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আয়োজিত পূজার্চনা অনুষ্ঠানে ভক্তবৃন্দদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। তবে যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে পূজার্চনা সামিল হন ভক্তরা। রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও মা সারদা দেবীর আবির্ভাব তিথি পালনের খবর মিলেছে।

কৃষি গবেষণার সুফলগুলি হিন্দি ভাষার মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে : নরেন্দ্র সিং তোমর

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি. স.): কৃষিক্ষেত্রে যাবতীয় গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ফলাফলের তথ্য দেশের প্রতিটি গ্রামে হিন্দি ভাষার মাধ্যমে পৌঁছানো উচিত। গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। মঙ্গলবার যুগ্ম হিন্দি পরামর্শদাতা সমিতির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্র সিং তোমর। এই দিনের বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কৃষকরা কৃষিমন্ত্রকের সঙ্গে সংযুক্ত। কৃষি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং প্রকল্পের সুফলের খবর ও তথ্য সহজে কৃষকদের কাছে পৌঁছতে গেলে হিন্দি ভাষার প্রয়োগ জরুরী। কৃষি গবেষণা সুফলগুলি হিন্দির মাধ্যমে কৃষকদের কাছে পৌঁছলে উপকৃত হবেন কৃষকরা। রাষ্ট্র ভাষার প্রতি আমাদের প্রত্যেকেরই সম্মান রয়েছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত দিনকে দিন সেই সম্মান বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

প্রতিষেধকের ছাড়পত্র নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি. স.): জরুরী ভিত্তিতে স্বদেশে নির্মিত কো-ভ্যাকসিনের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের ওপর ছাড়পত্র নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নিন্দা অব্যাহত। শশী থারুরের পর এবার কেন্দ্রের নিন্দায় সরব বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছে। প্রতিষেধক নিয়ে বিবাদ হচ্ছে এর নবতম সংযোজন।

তৃতীয় দফার ট্রায়াল না হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের প্রতিষেধককে ছাড়পত্র দেওয়া নিয়ে মণীশ তিওয়ারি জানিয়েছেন, যেখানে এই প্রতিষেধকের বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সেখানে এর টিকা কেউ কেন নিতে যাবে। পরীক্ষা পূর্ণমাত্রায় সফল হওয়ার আগেই কোম্পানিগুলিকে সুবিধা করিয়ে দিতে বিজেপি সরকার এই ওষুধকে মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার তাড়াহুড়োতে তৃতীয় দফার ট্রায়ালের আগেই ব্যবহারের জন্য মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

ভয় বাড়াচ্ছে করোনার নয়া স্ট্রেন, ব্রিটেনে ফের সম্পূর্ণ লকডাউন

লন্ডন, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেন (প্রজাতি) হু হু করে ছড়িয়ে পড়ছে ব্রিটেনে। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাই নতুন করে সম্পূর্ণ লকডাউনের পথে হাঁটল ব্রিটেন। প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এই লকডাউনের কথা ঘোষণা করেছেন। ফলে স্কুল-কলেজ ফের বন্ধ করে দেওয়া হবে ব্রিটেনে।

স্থানীয় সময় সোমবার, টিভি চ্যানেলে জাতীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, "অধিকাংশ দেশই সাবধানতার পথে হাঁটছে। টিকা দেওয়ার কাজ যখন চলছে, তখন নতুন স্ট্রেনের ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। ইংল্যান্ডে আমাদের জাতীয় লকডাউনের পথে হাঁটতে হবে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে পারে লকডাউন।" প্রসঙ্গত, করোনার নতুন স্ট্রেনের সংক্রমণ ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এই ভাইরাস।

অস্বস্তি বাড়ছেই, বেনামি সম্পত্তি মামলায় ফের রবার্টের বাড়িতে আয়কর কর্তারা

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): লন্ডনে বেনামি সম্পত্তি কেনাবেচার অভিযোগে অস্বস্তি বাড়ছে রবার্ট বঢরার। সোমবারের পর মঙ্গলবারও বেনামি সম্পত্তি মামলায় বঢরার বয়ান রেকর্ড করার জন্য তাঁর বাড়িতে যান আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা। আয়কর দফতর সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দুপুর ২.৪৫ মিনিট নাগাদ পূর্ব দিল্লিতে অবস্থিত বঢরার সুখদেব বিহার বাড়িতে পৌঁছে যান আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা।

লন্ডনে বেনামে বাড়ি এবং ফ্ল্যাট কেনাবেচায় অভিযুক্ত বঢরা। ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল, এই ৫ বছরের মধ্যে হাতবদল হয় ওই সম্পত্তিগুলির। তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে লন্ডনের ১২ ব্রায়ানস্টন স্কোয়ারের একটি বিলাসবহুল বাড়ি। বেনামি সম্পত্তি মামলায় এর আগে বঢরাকে তলব করেছিল আয়কর বিভাগ। কিন্তু, করোনা-অতিমারির কারণ দেখিয়ে তা এড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রিয়ঙ্কার স্বামীর বিরুদ্ধে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। আয়কর বিভাগ ছাড়াও, ওই মামলার তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট বিভাগ।

ভারতে করোনার নতুন স্ট্রেনে আক্রান্ত বেড়ে ৫৮ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছে গেল ৫৮-এ। সোমবার পর্যন্ত ছিল নতুন স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩৮, মঙ্গলবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৮। ব্রিটেন থেকে ছড়িয়ে পড়া এই নয়া স্ট্রেনের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে ভারত সরকার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আক্রান্তদের সূত্র ধরে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করা হচ্ছে। পরিবার, সহযাত্রী থেকে শুরু করে প্রায় সকলকেই পরীক্ষা করা হচ্ছে নতুন স্ট্রেনের ভাইরাসের সন্ধানে।

তা সত্ত্বেও সংক্রমণ রোখা যাচ্ছে না। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮-তে পৌঁছে গিয়েছে। অর্থাৎ বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আরও ২০ জনের শরীরে নতুন স্ট্রেনের সন্ধান মিলেছে। উল্লেখ্য, ব্রিটেনে উদ্ভূত করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি এখনও পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে ভারত, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, সুইডেন, ফ্রান্স, স্পেন-সহ অনেকগুলি দেশে।

লুকোচুরি শেষ ! মুরাদনগরে ছাদ ভেঙে পড়ার ঘটনায় ঠিকাদারও গ্রেফতার

গাজিয়াবাদ, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): লুকিয়ে থেকেও শেষরক্ষা হল না, উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের মুরাদনগরে শ্মশান ভবনের ছাদ ভেঙে পড়ার ঘটনায় চতুর্থ তথা মূল অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করে ফেলল পুলিশ। গাজিয়াবাদ পুলিশের জালে ধরা পড়েছে মুরাদনগরে শ্মশান ভবনের ঠিকাদার অজয় ত্যাগী। মঙ্গলবার গাজিয়াবাদের এসএসপি কালানিধি নাইথানি জানিয়েছেন, "দীর্ঘ ৩৬ ঘন্টা তল্লাশি চালানোর পর, সমস্ত অভিযুক্তকে আমরা গ্রেফতার করেছি। প্রত্যেকের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে।" অজয় ত্যাগীর বিভিন্ন গোপন আস্তানায় তল্লাশি চালানো পরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। গত রবিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল মুরাদনগরের উখলারসি গ্রামে। জয় রাম নামে এক ব্যক্তির সৎকার করতে শ্মশানে গিয়েছিলেন মৃতের পরিচিতেরা। হঠাৎই বৃষ্টি নামে। ফলে শ্মশানের ভিতরের ভবনে আশ্রয় নেন অনেকে। সেই সময়েই হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে নব-নির্মিত ওই ভবনের ছাদ। ছাদ ভেঙে মোট ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার পর্যন্ত এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল ৩ জনকে, অবশেষে প্রধান অভিযুক্ত ঠিকাদারকেও গ্রেফতার করল পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।